পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ৪ কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 41 Friday, 10 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ❋ ২৩ পৌষ ১৪৩১, শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ডিভিসির জল ছাড়া বিতর্কে অধীরকে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ ডিভিসির জল ছাড়া সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে গত বছর কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সেই মামলারই গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার মামলাটি হাই কোর্টে শুনানির জন্য ওঠে। সেখানেই অধীরবাবুকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। অধীরবাবুর আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনার তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সংবাদপত্রের দু'টি পাতা তুলে ধরে মামলা করেছেন। কত জল সেখানে সংরক্ষণ করা হয়? কখন ডিভিসির জল ছাড়ে? জল ছাড়ার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি মানা হয়? তথ্য কোথায়?'' এর পরেই বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেন, 'এর আগেও জনস্বার্থ মামলা করেছেন। আমরা তা গ্রহণ করেছি এবং নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'' দুই বিচারপতির বেঞ্চের আরও মন্তব্য, মামলাকারী চার বারের সাংসদ। পাশাপাশি, তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি জানেন কী ভাবে কাজ হয়। হাই কোর্টের সাহায্য তাঁর দরকার নেই।

এবার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হতে পারে, মন্তব্য অর্জুন সিংয়ের

উত্তর ২৪ পরগনা, ৯ জানুয়ারি ঃ বারবার ভবানী ভবনে ডেকে গাড়ির তেল, আমার সময় নষ্ট করছে এরা। এবার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হতে পারে। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের নিজের বাসভবন থেকে ভবানীভবনের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে এ সংবাদমাধ্যমকে এ কথা বলেন বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যান অর্জুন সিং। ভাটপাড়া পুরসভায় চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ডের টাকায় বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে! সেই মামলায় এবার রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সদর দফতর ভবানীভবনে তলব করা হয় তাঁকে। গোয়েন্দা তলবের পরই বৃহস্পতিবার তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন সকালে জগদ্দলের নিজের বাসভবন থেকে ভবানীভবনের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। যাওয়ার আগে তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বারংবার আমাকে পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ডের টাকা থেকে অনেক সময় গরিব মানুষের সাহায্য করা হয়েছে। এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যখন কর্মীদের বেতন দিতে পারতেন না, চেয়ারম্যান রিলিফ ফান্ড থেকে মাইনে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের বিবাদে ক্ষুব্ধ ওমর আবদুল্লা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীন বিবাদে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। জোটের দুই শরিকের এই বিবাদে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়া জোটেরই শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বলেই দিলেন, এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়া হোক। বস্তুত, লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে যে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল, ভোটের পর সেই জোটের ভবিষ্য নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি একাধিক রাজ্যের নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে ঐক্যের ছবি চোখে পড়েনি। হরিয়ানার নির্বাচনে শরিকদের জন্য আসন ছাড়েনি কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনেও তিন প্রধান শরিক ছাড়া অন্য কোনও দলের সঙ্গে মসৃণ জোট হয়নি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে লোকসভা ভোটপর্ব মেটার পর সেভাবে ইন্ডিয়া জোটের যৌথ কর্মসূচি চোখে পড়েনি। এমনকী সার্বিকভাবে ইন্ডিয়ার শীর্ষ নেতাদের বৈঠকও হয়নি। উল্টে এই কয়েকমাসে একধিকবার ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীরা একে অপরের দিকে কটাক্ষ ছুঁড়েছেন। দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে সেই কাদা ছোড়াছুড়ি অনেকটা বে।ছে। তাতে বিরক্ত ওমর আবদুল্লা। তিনি জাচ্ছেন, লোকসভার পর সেভাবে ইন্ডিয়া জোটের কোনও বৈঠক হয়নি। আমাদের এজেন্ডা ঠিক হয়নি। আমার যতদূর মনে হয় এই জোটের কোনও সময়সীমা দেওয়া ছিল না। যদি সেটা শুধু লোকসভা ভোটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। ওমরের সাফ কথা, যদি জোট থেকে থাকে তাহলে সবার একসঙ্গে ল।াই করা উচিত। নাহলে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। আসলে দিল্লিতে এবার আপের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে কংগ্রেস। গত দুই বিধানসভা নির্বাচনে খাতা খুলতে না পারলেও এবার আপ-বিজেপির বাইনারি ভাঙতে কার্যত সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে কংগ্রেস। দলের একাধিক হেভিওয়েট নেতাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দিল্লির নির্বাচনী লড়াইয়ে। প্রচারের জন্য আনা হচ্ছে ভিনদেশের নেতাদেরও। যদিও আপ কংগ্রেসকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কেজরিওয়াল বলছেন, কংগ্রেস দিল্লিতে লড়ছে বিজেপির দোসর হিসাবে।

দুলাল সরকারকে খুনে অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ মালদার নেতা দুলাল সরকারকে খুনের ঘটনায় তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মাকে বুধবার গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তারপরই এ ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ নিল শাসকদল। ধৃত তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি দলের টাউন সভাপতি তথা হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি পদে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেতা খুনের অভিযোগে নাম জড়ানোয় নরেন্দ্রনাথকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল। মালদা জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে নরেন্দ্রনাথকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মালদার তৃণমূল সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি। বৃহস্পতিবার থেকেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীও। ধৃত তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি বা তাঁর পরিবারের দাবি, চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। উঠে আসছে গোষ্ঠী কোন্দলের প্রসঙ্গও। যদিও এ ব্যাপারে দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, এটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত ঝামেলা। ২০২২ সালের গন্ডগোলের পর থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। দুলাল সরকারকে হুমকি দিতেও শোনা গেছে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে। এর সঙ্গে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও সম্পর্ক নেই।

ইসরোর শীর্ষে খড়গপুর আইআইটির প্রাক্তনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ ইসরোর শীর্ষে খড়গপুর আইআইটির প্রাক্তনী ভি নারায়ণন। তিনি একইসঙ্গে মহাকাশ দপ্তরের সচিবেরও দায়িত্ব পালন করবেন। ছয় বছর পর একপ্রকার বাংলার জয়। ভরা শীতকালে বঙ্গের মেধাচর্চার জয়ে সবচেয়ে বড় ক্যাম্পাসে বইছে আত্মশ্লাঘার উষ্ণ হাওয়া! মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইসরোর নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তখনই জানানো হয়েছিল, ১৪ জানুয়ারি ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান এস সোমনাথের কার্যকাল শেষ হচ্ছে। সেই দিনই ইসরোর চেয়ারম্যান এবং মহাকাশ দপ্তরের সচিব হিসাবে দায়িত্ব নেবেন ভি নারায়ণন। আগামী দুবছরের জন্য ইসরো প্রধানের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। বলা বাহুল্য, যাকে তাকে ইসরো প্রধানের কুর্সিতে বসানো হচ্ছে না।

আরজি কর আবহে ডাক্তারদের মনের কথা শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ আরজি কর নিয়ে বিতর্কের আগুন নেভে নি। এখনও জ্বলছে। সেই আর জি কর আবহে চিকিৎসকদের একটা বড় অংশই আন্দোলনে নেমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক বক্তব্য পেশ করছেন। অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফাও দাবি করছেন। বিশেষ করে আর জি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক কথা সবার আগেবলতেই হয়। ওই সময়েও সুরাহা চেয়ে তাঁদের অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। একাধিক বৈঠকের পরও তাঁরা কর্মবিরতি প্রত্যাহারের পথে হাঁটেননি। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা তুলে কাজে যোগ দেন আন্দোলনকারীরা। এই আবহে পরিস্থিতি আরও খানিকটা স্বাভাবিক করে তুলতে এবার চিকিৎসকদের মনের কথা শুনতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবান্ন সূত্রে এই সমবাদ পাওয়া গিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলের তরফে জানানো হয়, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি আলিপুরের 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে হবে মুখোমুখি হবেন মুখ্যমন্ত্রী ও চিকিৎসকরা। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'চিকিৎসার অপর নাম সেবা'। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ডাক্তার সৌরভ দত্ত। ছিলেন ডাক্তার যোগীরাজ রায়ও।

আর জি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় ১৮ জানুয়ারি রায়দান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ আর জি কর খুন ও ধর্ষণ মামলার পাঁচমাসের মাথায় শেষ হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়া। চলতি মাসের ১৮ তারিখ আর জি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় রায়দান করবেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক। ধৃত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করবে আদালত, এমনটাই এদিন জানতে পারা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে কী সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। আদালতের রায়ের অপেক্ষায় রাজ্যের মানুষ। গত আগস্ট থেকে আর জি কর কাণ্ডে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। ঘটনার পরই গ্রেপ্তার করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। শিয়ালদহ আদালতে শুরু হয় মামলা। বিচারপর্ব চলাকালীন আদালতে আর জি কর কাণ্ডকে বিরলতম ঘটনা বলে দাবি করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। যুক্তি দিয়ে আদালতে জানান, এই ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ রয়েছে। কেনই বা সিবিআই তাকে অভিযুক্ত হিসাবে গণ্য করছে। ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের ফাঁসির সাজার দাবি করা হয় সিবিআইয়ের তরফে। ৬০ দিনের মাথায় শিয়ালদহ আদালতে বিচারপর্ব শেষ হয়েছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি বেলা আড়াইটেয় এই মামলায় রায় ঘোষণা করবেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক। সঞ্জয়কেই কি দোষী সাব্যস্ত করবে আদালত। উঠছে প্রশ্ন। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে কী সাজা ঘোষণা করা হবে, সেদিকে তাকিয়ে রাজ্যের সাদারণ মানুষ। যদিও আর জি করে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, তা কারও একার পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয় বলেই বারবার দাবি করেছে বিভিন্ন মহল।

অভিপ্রায় এবং বুদ্ধিমত্তা
যুবশক্তির দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে
VIKSIT BHARAT

তরুণ নেতারা সামনে তাদের ভিশন শেয়ার করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

১২ই জানুয়ারীতে। সকাল ১০টা

ভিক্সিত ভারত-এর জন্য ১০টি থিম যুব নেতারা জাতির ভবিষ্যত গঠনে রূপান্তরমূলক আলোচনায় যুক্ত হবেন

ন্যাশনাল ও গ্লোবাল আইকনস মেন্টরশিপ ইউথ লিডাররা গ্লোবাল এবং ন্যাশনাল আইকনদের দ্বারা মেন্টর হবে।

ভিক্সিত ভারতের রঙঃ একটি দর্শনীয় সাংস্কৃতিক ভারতের বৈচিত্র্য এবং আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শনের প্রোগ্রাম

ভিক্সিত ভারত প্রদর্শনীঃ ভারতের অগ্রগতি চালনাকারী উদ্ভাবনী ধারণা এবং কৃতিত্বের প্রদর্শনী।

mybharat.gov.in

CBC 47107/15/0007/2425

তেলিয়ামুড়ায় বেআইনি মজুত ৩১টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৯ জানুয়ারিঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গত মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া শহরের গৌরাঙ্গ টিলা এলাকার এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করল ৩১টি গ্যাস সিলিন্ডার সহ বেশ কিছু ব্লু-বুক (কনজিউমার বুক)।এদিন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে শহরের গৌরাঙ্গ টিলা এলাকার বাসিন্দা প্রবোধ চন্দ্র রায়ের বাড়িতে বিপুল পরিমাণে এল.পি.জি সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। প্রাপ্ত খবর মোতাবেক মহকুমা প্রশাসনের ডি.সি.এম. অমিত রায় চৌধুরী, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের উপনিয়ামক শুভঙ্কর চৌধুরী, ফুড ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সাহা সহ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এল.পি.জি ভর্তি ১৮টি সিলিন্ডার এবং ১৩টি খালি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে।এই বিষয়ে ডি.সি.এম. অমিত রায় চৌধুরী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মূলত এদিনের এই অভিযান করা হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এল.পি.জি. সিলিন্ডার মজুত করা সম্পূর্ণ বেআইনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, মজুতকৃত এল.পি.জি. সিলিন্ডারগুলির উৎস কি তা খতিয়ে দেখা হবে। কারণ অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুযায়ী গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি। এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন ডি.সি.এম. অমিত রায় চৌধুরী।

মানিক ভট্টাচার্যের মেডিক্যাল বিল, জেল সুপারকে ডেকে বৈঠক স্পিকারের

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ আবার তৃণমূলের এক বিধায়কের মেডিক্যাল বিল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য বহুদিন কারাবাসের পর সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। তাঁর মেডিক্যাল বিল জমা পড়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিধানসভা সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিনি কয়েকটি মেডিক্যাল বিল বিধানসভার টিএ-ডিএ সেকশনে জমা দেন। বিলগুলি খতিয়ে দেখার পর একটি বিল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তক্ষণা বিষয়টি জানানো হয় বিধানসভার সচিবালয়ে।বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। বিলটি খতিয়ে দেখার পর স্পিকার ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে। সোমবার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে বিধানসভা ভবনে এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার। বিষয়টি মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে।উল্লেখ্য, তৃণমূলের অভিনেতা-বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রীর ছ'লক্ষ টাকার মেডিক্যাল বিল বিধানসভায় জমা পড়া নিয়ে বিস্তর শোরগোল হয়েছিল।

নাবালিকা-ধর্ষণ, দুই অভিযুক্তকে চিরাং জেলা আদালতের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

চিরাং (অসম), ৯ জানুয়ারি ঃ ১৭ বছরের নাবালিকাকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণের দায়ে দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন চিরাং জেলা ও দায়রা আদালত। রতন কিস্কু এবং থমাস কিস্কু নামের দুই অভিযুক্তকে 'যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২' (পোকসো)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বুধবার তাদের সাজা ঘোষণা করেছেন বিশেষ জেলা জজ।ঘটনাটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সিঁদলি থানার অন্তর্গত গরুভাষা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় ঘটেছিল। বুধবার জেলা ও দায়রা আদালত পোকসো আইনের অধীনে তাদের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়ার পাশাপাশি উভয়কে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত দু বছরের কারাদণ্ড হবে বলে ঘোষণা করেছেন আদালত।

অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিদেশ মন্ত্রক এবং ওড়িশা সরকারের যৌথ আয়োজনে তিন দিনের প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের থিম হল 'বিকশিত ভারতের সংকল্পে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান'। এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন। এটি প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য একটি বিশেষ পর্যটক ট্রেন।এই উপলক্ষে ভগবান জগন্নাথ এবং ভগবান লিঙ্গরাজের পবিত্র ভূমিতে সারা বিশ্ব থেকে আসা প্রবাসী ভারতীয়দের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন, এটি ভারতে প্রাণবন্ত উৎসবের সময়। কয়েক দিনের মধ্যে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হবে, মকর সংক্রান্তি, লহরি, পোঙ্গল এবং মাঘ বিহু উৎসবও আসছে। সর্বত্র আনন্দের পরিবেশ। তাছাড়া, ১৯১৫ সালের এই দিনে মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। এমন একটি চমকার সময়ে ভারতে আপনাদের উপস্থিতি উৎসবের চেতনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিরুপতিতে দুর্ঘটনায় বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মু, রাহুল গান্ধী ও অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ তিরুপতি মন্দিরে ভক্তদের ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এছাড়াও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও শোক প্রকাশ করেছেন।রাষ্ট্রপতি জানান, তিরুপতিতে পদদলিত হয়ে বহু ভক্তের প্রাণহানি ঘটেছে জেনে দুঃখিত। আমি শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অমিত শাহও শোকপ্রকাশ করে লেখেন, তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ব্যথিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।প্রসঙ্গত, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। অন্যদিকে হায়দরাবাদতে, তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু শোক প্রকাশ করেছেন। ' তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম দর্শনম' ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিআর নায়ডুর কাছে টেলিফোনে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেন। আহতদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি।উল্লেখ্য, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।নয়াদিল্লিতে, তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্বজনহারা পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানা গেছে এই বিষয়ে।উল্লেখ্য, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

আবার বলিউডে নক্ষত্র পতন - পোস্ট করলেন অনুপম খের

বিশেষপ্রতিবেদন,৯ জানুয়ারিঃ ২০২৪ সালে আমরা হারিয়েছি অনেক গুণী, শিল্পী ও কলা-কুশলিদের। আর ২০২৫ সালের শুরুতেই হারালাম মহান কবি, চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং লেখক প্রীতিশ নন্দীকে। প্রীতিশ নন্দীর প্রয়াণে দেশজুড়ে শোকের ছায়া। ৮ জানুয়ারি, এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। ৭৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।অনুপম খের লিখেছেন, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের মধ্যে একজন প্রীতিশ নন্দীর প্রয়াণের খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত এবং স্তম্ভিত। তিনি ছিলেন অসাধারণ কবি, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সাহসী সম্পাদকসাংবাদিক। আমার জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি আমার জন্য বড় সমর্থন এবং শক্তির উৎস ছিলেন। আমরা অনেক কিছু একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি।এমন একজন সৃজনশীল মানুষকে হারিয়ে গভীর দু ঃখের ছায়া বলিউডে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর যাতায়াত ছিল অবলীলায়। প্রীতিশ নন্দী ছিলেন একাধারে কবি, লেখক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং সম্পাদক। ১৯৫১ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি সমাজের বাস্তব চিত্র উন্মোচন করেছিলেন। তিনি ভারতের বিখ্যাত ম্যাগাজিন ' ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'-এর সম্পাদক ছিলেন। তার সাহসী এবং খোলামেলা চিন্তাভাবনার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

তাঁর বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে বলে দাবি মমতার

কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ তাঁর বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে বলে দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার 'ছাত্রসপ্তাহ' সমাবেশের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল ধনধান্য স্টেডিয়ামে। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি এখনও জন্মাননি। তাঁর জন্মদিন ৫ জানুয়ারিও নয়। তা সত্ত্বেও উদযাপন, তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু কীভাবে এইদিনটি তাঁর জন্মদিন হল? মজার ছলে এদিন সেই গল্প বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, তাঁকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকরা তাঁর জন্মদিন জানতে চান। কিন্তু তাঁর বাবা বলতে পারেননি। তিনিই নাকি শিক্ষককে বলেছিলেন, একটি দিন লিখে নিতে। সেই থেকেই সমস্ত সার্টিফিকেটে তাঁর জন্মদিন ৫ জানুয়ারি। মমতার কথায়, আমরা তো সবাই হোম ডেলিভারি, আসল বয়সটা লুকিয়ে থাকে!সার্টিফিকেটে দাদার সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক মাত্র ছ'মাস বলে জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে বলে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, জন্মদিনের দিনটা আমার মোটেই পছন্দকর নয়। ওটা সার্টিফিকেটের বয়স। সেই সময় বাড়িতেই সন্তান প্রসব করতেন মহিলারা। তিনিও বাড়িতেই জন্মেছেন এবং মুখের কথাতেই বয়স বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান। তাঁর বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম ১৯৫৫ সাল। অর্থাৎ তাঁর বয়স ৭০ বছর। পাঁচ বছর বাড়ানো থাকার অর্থ তবে কি মুখ্যমন্ত্রীর এখন বয়স ৬৫! এদিন সেই জল্পনা উস্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঘটনাটা জানানোর পর থেকে আসলটা জানার অনেক চেষ্টাও করেছি। আমার 'একান্তে' বইতে আমি এগুলো লিখেওছি। যতটা লেখা সম্ভব।এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবাই আমার জন্মদিন জন্মদিন করে, কিন্তু আমার এই জন্মদিন ভাল লাগে না। কারণ, আমরা তো সবাই হোম ডেলিভারি। নামও নিজে দিইনি, পদবীও নিজে দিইনি, বয়সও নিজে দিইনি! সবাই আমার জন্মদিন পালন করলেও, এখন জন্মই হয়নি বলে মনে করি নিজে।তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমি এখনও জন্মাইনি। আমার একটা কবিতা আছে, 'জন্ম হবে সেদিন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেব যেদিন'। এটাই আমার ভাবনা। অনেকে শুভ জন্মদিন বলেন। আমার কিন্তু দিনটা পছন্দের নয় মোটেই। বাবা-মা সার্টিফিকেটে বসিয়ে গিয়েছেন তারিখ।খুব ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন মমতা। এদিন সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। বলেন, বাবা যখন মারা যায় তখন আমি খুবই ছোট। অনেক কষ্ট করে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ছোট থেকেই সংসারের হাল ধরেছিলাম।এদিনের সমাবেশে মমতা নিজের ছোটবেলাতেও ফিরে যান। তিনি জানান, একদিন সকলেই ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁরাও কলেজ, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে এসেছেন। ঠেকতে ঠেকতেই শিখতে হয়। মমতা জানান, তিনি যখন পড়াশোনা করেন, তাঁর কাছে সুযোগ ছিল না কোনও।

ঠান্ডায় কাঁপছে উপত্যকা, বৃহস্পতিবার শুষ্ক আবহাওয়া

শ্রীনগর, ৯ জানয়ারি ঃ বৃহস্পতিবারও শীতে কাবু কাশ্মীর। শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু অবস্থা কাশ্মীরের নানা প্রান্তে। গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর, পহেলগাম থেকে কার্গিল - সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, উপত্যকার প্রায় সর্বত্রই কনকনে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়েছে। আপাতত শীত থেকে রেহাই নেই। তবে এদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানা গেছে। এরপর ১১-১২ জানুয়ারির মধ্যে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রায় সর্বত্রই শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি বজায় থাকবে। ১৩-১৫ জানুয়ারি আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, বিগত মাস থেকেই দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি। বৃহস্পতিবারও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। এদিন দিল্লির বাতাসকে খুব খারাপ পর্যাযভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩০২।এদিন সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, কালকাজি, লোধি রোড-সহ একাধিক এলাকা ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিল। দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা।

শেখ হাসিনাকে ভারতের ভিসা, বাংলাদেশকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ভারত থেকে ফেরানোর জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাসিনা এবং সহ অভিযুক্তদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হতেও বলা হয়েছে। প্রায় একই সঙ্গে শেখ হাসিনার ভারতে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে নয়াদিল্লি। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার ভিসা দেওয়া ভারতের বগলে থাকা ছোট্ট দেশটিকে নরকে পাঠানোর একটি নম্র, কূটনৈতিক উপায়।বার্তার প্রতিলিপি তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহাম্মদ ইউনূসের দফতরের সঙ্গে।প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি ভারতের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সঙ্গে আবার বাংলাদেশের অভিবাসন এবং পাসপোর্ট দফতর হাসিনার পাসপোর্টও বাতিল করেছে।

ডাইনোসর যুগের বিশালাকায় পোকা ফিরে আসলো আমেরিকার এক শপিং মলে

বিশেষপ্রতিবেদন,৯জানুয়ারিঃপোকা মানে সাধারণ কোনো পোকা নয়। এক বিশালাকায় পোকার সন্ধান মিলেছে আমেরিকার ওয়ামার্ট এর এক মলে। প্রথমে ওই বিশাল পোকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় ওই ব্যক্তি। দ্রুত খবর যায় প্রাণী গবেষণা কেন্দ্র। তারা এসে ওই বিশাল পোকা দেখে বলেন, হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীতে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল তখন এই ধরনের পোকা ছিল। তখন পৃথিবীতে ছিল ডাউনসর। তারপর তো ডারউইনের থিওরী অনুযায়ী ওরা আর নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। গবেষকেরা বলেন, Polystoechotes punctate- এই প্রাণীকে ১৯৫০ সালে শেষবারের জন্য দেখা পাওয়া গিয়েছিল উত্তর আমেরিকায়। এতদিন পরে আবার কি করে ফিরে আসলো তা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত। তবে তাঁদের বিশ্বাস, হয়তো তাদের বসবাসের একটা উপযুক্ত পরিবেশ ওই অঞ্চলে আবার তৈরি হচ্ছে। এটা আশার কথা। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ডায়নোসর। ঠিক একইভাবে বিশালাকায় অনেক প্রাণীকে হারিয়েছে পৃথিবী একই কারণে। পৃথিবীতে সুনামি, অ্যাসিড বৃষ্টির মতো বেশ কিছু বিপর্যয় হতে থাকে। এসবই ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে ডায়নোসরদের। শুধু ডাইনোসর নয়, বিলুপ্ত হয়েছে এই জাতীয় বহু প্রাণীকুল। ওই পোকাটি অনেকটা ফড়িংয়ের মতো দেখতে। পাতলা ডানা আছে। ওরা একবারে বেশ কয়েকশো কিমি উড়ে যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে বহুদূর থেকে দল ছুট হয়ে ও এখানে চলে এসেছে।

২৪ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের পাক বাণিজ্য প্রতিনিধি শুক্রবার বাংলাদেশ সফরে আসছে

ঢাকা, ৯ জানুয়ারিঃ পাকিস্তান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফপিসিসিআই) ২৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল শুক্রবার বাংলাদেশ সফরে আসছে। ১০ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁরা ঢাকায় থাকবেন।সূত্রের খবর, ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রককে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের এই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল।পাক দলের নেতৃত্ব দেবেন এফপিসিসিআইয়ের সভাপতি আতিফ ইকরাম শেখ এবং সিনিয়র সহসভাপতি সাকিব ফায়াজ মাগুন। এই প্রতিনিধিদলে পাকিস্তানের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা থাকবেন।

মিলকিপুর ও ইরোড আসনে ৫ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচন, গণনা ওই মাসের ৮ তারিখ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃউত্তর প্রদেশের একটি এবং তামিলনাড়ুর একটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। গত মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের মিলকিপুর বিধানসভা আসন এবং তামিলনাড়ুর ইরোড বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ৮ ফেব্রুয়ারি গণনা। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতেও হবে ভোটগ্রহণ, ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতেও ভোটের গণনা।

ইভিএম-এ রিগিংয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই, জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ ইভিএম নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বিরোধীদের, সেই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ইভিএম-এ রিগিংয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিজের শেষ সাংবাদিক বৈঠকে গত মঙ্গলবার রাজীব কুমার বলেছেন, ইভিএম-এ অবিশ্বস্ততা অথবা কোনও ত্রুটির কোনও প্রমাণ নেই... ইভিএম-এ ভাইরাস অথবা বাগ আনার প্রশ্নই আসে না। ইভিএম-এ ভোট অবৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোনও কারচুপি সম্ভব নয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রায়ে একথা বলে চলেছেন, আর কি বলা যায়? ইভিএম গণনার জন্য নির্ভুল ডিভাইস। টেম্পারিংয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

নোয়াপাড়া উৎসবের শুভ সূচনা করলেন নোয়াপাড়া বিধানসভার বিধায়িকা মঞ্জু বসু

দুরন্ত বার্তা,৯ জানুয়ারিঃনোয়াপাড়া ডৎসব কমিটির শুভ উদ্যোগে ইছাপুর বাপুজী কলোনির মাঠে অনুষ্ঠিত হলো নোয়াপাড়া উৎসব ও বইমেলা। নোয়াপাড়া উৎসবের শুভ সূচনা করেন নোয়াপাড়া বিধানসভার বিধায়িকা মঞ্জু বসু মহাশয়া। এই উৎসব মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের সম্মাননা ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে বইয়ের স্টলসহ নানান রকম বিভিন্ন সামগ্রীর স্টল দেওয়া হয় আগত মানুষদের কেনাকাটা ছাড়াও মনোরঞ্জন এবং আনন্দ উপলব্ধির জন্য।সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উদ্যোগী সংস্থার উদ্যোক্তা তথা তৃণমূল নেতা প্রদীপ বসু মহাশয়।

ইন্ডি জোট ভেঙে দেওয়া হোকঃওমর আবদুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ দিন যতই এগোচ্ছে ততই প্রশ্নের মুখে ইন্ডি জোটের অস্বিত্ব! দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীন বিবাদে ইন্ডি জোটের দুই শরিক আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। জোটের দুই শরিকের এই বিবাদে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইন্ডি জোটেরই আরেক শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ বলেন, এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে ইন্ডি জোট ভেঙে দেওয়া হোক।তিনি বলেন, লোকসভার পর সেভাবে ইন্ডি জোটের কোনও বৈঠক হয়নি। আমাদের এজেন্ডা ঠিক হয়নি। আমার যতদূর মনে হয় এই জোটের কোনও সময়সীমা দেওয়া ছিল না। যদি সেটা শুধু লোকসভা ভোটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। ওমরের সাফ কথা, যদি জোট থেকে থাকে তাহলে সবার একসঙ্গে লড়াই করা উচিত। নাহলে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত।

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ বিদেশমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার ৭০ বছরে পা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই বিশেষ দিনে জয়শঙ্করকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিন তিনি জানান, বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি। গোটা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ দৃঢ় করার কাজ করছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাড়ায় পাড়ায় টহল

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে দেখা গেল।নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিকরণ কর্মসূচি চলছে। সেই কর্মসূচিকে সার্থক রূপ দানের জন্য মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে পড়য়ার সন্ধানে বেশ কিছুদিন ধরে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, পাঁচ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে যাতে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনা যায় তার জন্য পাড়ায় পাড়ায় টহল।

প্রবাসী ভারতীয় দিবসে শুভেচ্ছা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ৯ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার প্রবাসী ভারতীয় দিবস। প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি এই দিনটি পালিত হয়। এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হল ভারতের উন্নয়নে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দেশ, জীবনধারা এবং পরিস্থিতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা সকলেই সর্বদা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং মানবতার সুতোয় এক হয়ে গেছি। আসুন আমরা অঙ্গীকার করি যে আমরা ভারতের পুনর্গঠনে অংশীদার হব।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২২ ডিগ্রি এবং ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৭ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০১মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৭মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৪ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ৯ জানুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৫ পৌষ, চান্দ্রঃ ১০ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১০ বাকচিং, আসামঃ২৪ পুহ, মুসলিমঃ৯-রজব-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ০৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৬ঃ০৬।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১২ঃ৪৭ঃ০২(৯) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৩৬ঃ ৪৯(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদশমী (পূর্ণা) সকাল ঘ ১১ঃ৪৬ঃ৫৮ দং ১৩৩৪৩২.৫ পর্যন্ত কাল ঘ ০৯ঃ৩৫ঃ ৫৬ দং ৮৬৪০ পর্যন্তনক্ষত্রঃভরণী বিকাল ঘ ০৩ঃ০০ঃ১৮ দং ২১৩৭৫২.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃগর সকাল ঘ ১১ঃ৪৬ঃ ৫৮ দং ১৩৩৪৩২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজ রাত্রিঃ১০ঃ৪০ঃ২২ দং ৪০৪৮২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃ সাধ্য সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ৪৮ঃ০২ দং ২৮৩৭১২.৫ পর্যন্ত পরে শুভঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ০৯ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩১ঃ১০ থেকে - ০২ঃ৫৭ঃ১১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৫৯ঃ১১ থেকে - ০৯ঃ৩১ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ১০ঃ১০ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৫ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৯ ঃ ৫৬ ঃ০৯ থেকে - ১০ঃ ৩৯ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ৩৮ঃ১১ থেকে - ০৯ঃ৩১ঃ১০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ২৪ঃ৫৬ থেকে - ০৩ঃ৪৫ঃ৩৩ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ৪৫ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ০৬ঃ১১ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১১ঃ৪৩ঃ৪০ থেকে - ০১ঃ২৩ঃ০২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮২৫২৯২৩ (২০) ৪ পদচন্দ্রঃ ১৫১৩৫ (৩) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৫৩২১৫ (৮) ১ পদবুধঃ ৮৬৫৬৩৫ (১৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১১৯১৪১ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১০১১৩২২৯ (২৪) ২ পদশনিঃ ১০১৮১৪০ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১৯৬২২ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৯৬২২ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রিলগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৪২ঃ৪৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২৯ঃ৩৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ০৩ঃ০৪ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ৩৪ঃ০৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ১৪ঃ৪১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ১৩ঃ০৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ২৬ঃ২৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৪২ঃ ০৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৫৩ঃ২৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ০৩ঃ৩৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১৭ঃ৪৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩৩ঃ৩২ পর্যন্ত।

রাজ্যে পরিকাঠামোগত বদল চাইঃ অপর্ণা

কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামোগত সংস্কার বা বদল চাই। দীর্ঘদিনের ধারণা সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গে নারীরা সুরক্ষিত। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সেইটার তফাৎ রয়েছে বলে দাবি পরিচালক অপর্ণা সেনের। নারীদের নিরাপত্তার দাবি তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে নাগরিক চেতনা নামক সংস্থা। অপর্ণা সেন ছাড়াও সেই চিঠিতে সাই দিয়েছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, চূর্ণী গাঙ্গুলী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, কঙ্কনা সেন শর্মা, জহর সরকার সহ আরো অনেক গুণীজনেরা। অপর্ণা সেনদের দাবি, নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে

সরকারের কয়েকটা ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘমেয়াদি বদলের প্রয়োজন রয়েছে। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা দফতর, নারী সুরক্ষা দফতর, পরিবহন আর স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রীদের চিঠি দিয়েছেন তারা। মূলত কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, নিরাপদ গণ পরিবহন এবং পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়াও বিদ্যালয়ে সচেতনতা প্রশিক্ষণ এর প্রায় ৯ জন আছে বলে দাবি নাগরিক চেতনার। অপর্ণা সেনের বক্তব্য, তারা কারোর পদত্যাগ চাইছেন না। কোনো রাজনীতি করতে বা প্রচারের কারণে তারা দাবি তুলছেন না। আর জি করের আগে পরেও নারীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ হয়েছে। ফলে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো। প্রেসার গ্রুপ হিসেবে আমরা কাজ করে যাবই বলে দাবি অপর্ণা সেনের। তিনি বলেন গণতন্ত্র ভোটের ওপর নির্ভর করে না। নাগরিক চেতনার ওপর করে। দেখছি কোনো সরকারই পারফেক্ট নয়। বাংলায় গঠনমূলক পরিবর্তন চাই বলে অপর্ণা সেনের দাবি বয়কট হলে তার বিরোধিতা বা নিন্দা করবো।

সাইবার প্রতারণা চক্রের ফাঁদে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এসিপি

কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ সাইবার প্রতারণা চক্রের ফাঁদে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এসিপি। কেওয়াইসি আপডেট করানোর নামে প্রতারণা। লক্ষাদিক টাকা খুইয়ে বিধান নগর পুলিশের দ্বারস্থ তিনি। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন এসিপি লেকটাউনের বসবাসকারী প্রাণ কৃষ্ণ ঘাটা নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখ লেকটাউন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অনুযায়ী, কিছুদিন আগে তিনি একটি ফোন পান, যেখানে তাকে ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে একটি রাষ্ট্র ব্যাংকের ম্যানেজার বলে পরিচয় দেন। এরপর ওই ব্যক্তি প্রাক্তন এসিপি কে নিজের কথার জালে ফঁসিয়ে নেন বলে অভিযোগ। এর পর ওই ব্যক্তি প্রাক্তন এসিপি কে তার কে ওয়াই সি আপডেট করার জন্য মোবাইলে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলেন। সেই মতন নিজের মোবাইলে ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করেন তিনি। এরপরই অভিযোগ প্রাক্তন এসিপির তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১১ লক্ষ টাকা অন্য একাউন্টে চলে যায়। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে, লেকটাউনের টাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। লেকটাউন থানার থেকে এই কেসের তদন্তভার নেয় বিধান নগর সাইবার পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বিধান নগর সাইবার পুলিশ। এদের নাম শুভ্রাংশ মাঝি এবং অর্ক প্রভ রায়চৌধুরী। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে বিধান নগর পুলিশ।

স্কুলে ভর্তিতে বেশি টাকা, স্কুলের উন্নতিকল্পে দিতে হবে ৮ বস্তা সিমেন্ট, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

পাঁশকুড়া, ৯ জানুয়ারিঃ সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য দিতে হবে নির্ধারিত ফি থেকে অনেক বেশি টাকা, সাথে স্কুলের উন্নতিকল্পে দিতে হবে ৪ থেকে ৮ বস্তা সিমেন্ট, প্রধান শিক্ষকের ফতোয়া সামনে আসতেই অভিভাবকদের বিক্ষোভ পাঁশকুড়া ব্র্যাডলি বার্ড হাই স্কুলে। সরকারি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিতে হচ্ছে দেড় হাজার টাকা, যা সরকারি নির্ধারিত ফি থেকে অনেক বেশি।

সাথে সাথে স্কুলের উন্নতিকল্পে দিতে হবে ৪ থেকে ৮ বস্তা সিমেন্ট এমনই অভিযোগ উঠেছে পাঁশকুড়া ব্র্যাডলি বার্ড হাই স্কুলের বিরুদ্ধে। হাই স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরের বলা রয়েছে, ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ পড়ুয়াদের থেকে বছরে একবার সর্বোচ্চ ২৪০ টাকা নেওয়া যাবে, যদি কোন পড়ুয়া সেই ফ্রি দিতে সমর্থ্য না হয় তবে তার ফি মুকুব করার কথা বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশে। সেই সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পাঁশকুড়া বার্লি পার্ট হাইস্কুলের ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মোটা টাকা নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকেরা। এক অভিভাবক জানান, আমি ফুচকা বিক্রি করে সংসার চালাই, স্কুলে ভর্তির দেড় হাজার টাকা পাব কোথায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ তার কোন কথাই শুনেনি বাধ্য হয়ে তার হাতের পলা বিক্রি করে স্কুলের ফি মেটান ঐ অভিভাবক।

পাশাপাশি আরেক অভিভাবক অভিযোগ করেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে, টাকার পাশাপাশি চার বস্তা সিমেন্ট চাওয়া হয়েছে। টাকার পাশাপাশি চার বস্তা সিমেন্ট যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ, পাশাপাশি এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে স্কুলে ছেলেকে পাঠাতে না বলা হচ্ছে।

বিজেপি অভিযোগ করেন, এর আগে এই ধরনের রীতি ছিল না, স্কুলটির বোর্ড তৃণমূল পরিচালিত হওয়ায় বেআইনি ভাবে টাকা তোলার একটি নতুন পন্থা শুরু করেছে।

নিষিদ্ধ তরল মাদকসহ কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

বসিরহাট, ৯ জানুয়ারিঃ বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার তালপুকুর এলাকায় বাড়ি ডাকাতদের সর্দার সেলিম ওস্তাগারকে গ্রেফতার করলো বসিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় রাজ্যের সাতটি জেলায় বর্ধমান,আরামবাগ, বিধাননগর,শান্তিপুর সহ একাধিক এলাকায় ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি চালাত এই ডাকাতের দল। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে এই দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে। পুলিশ তদন্তে নেমে কয়েকজন দুষ্কৃতী কে গ্রেফতার করে, তাদের কাছ থেকে জানতে পারে ডাকাত দলের সরদারের বাড়ি হাসনাবাদ থানার তালপুকুর এলাকায় তার খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। গতকাল রাত্রে পাঁচ লিটার তরল মাদক ও ৫০ বতল ফেনসিডিল সহ ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত রোড থেকে গ্রেফতার করে বসিরহাট থানার পুলিশ। ধৃতকে আজ বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হবে। এবং পুলিশের পক্ষ থেকে আট দিনের পুলিশ হেফাজতের নেওয়ার আবেদন জানাবে আদালতের কাছে।

শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য

কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে কত টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে দপ্তরগুলির কাছে তা জানতে চেয়েছে। পাশাপাশি কোন দপ্তর কি ধরনের সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে সেই কথাও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। গত কয়েকটি সম্মেলনে রাজ্যে যে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল সেগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে রিপোর্টে সেই কথাও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

ফুলের সাথে গান কবিতা নিয়ে আসল গন্ধ টা নেওয়া যায় ঃ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নববারাকপুর, ৯ জানুয়ারিঃ ফুলের সাথে গান কবিতা নিয়ে আসল গন্ধ টা নেওয়া হয়। ফুলের সাথে গান কবিতা থাকবে না সেটা তো হয় না। সব মিলিয়ে আসল গন্ধ টা নেওয়া যায়। ফুল যেমন একসঙ্গে থাকতে দেখে অনেকে পছন্দ করে। ঠিক তেমনি পুষ্পমেলায় মানসিকতা ভাল ইতিবাচক দিকটা প্রকাশ করে নববারাকপুর পুরসভা পুষ্পমেলা থেকে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে সবাই মিলে একসাথে থাকব। সবাই সবার পাশে থাকব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে নববারাকপুর পুষ্পমেলা পরিচালন সমিতির ২৮ তম বর্ষের পুষ্পমেলা ও প্রদর্শনী তৎসহ বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুদৃশ্য মঞ্চে উপস্থিত থেকে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন প্রতি বছরের মতো এবছর ও নববারাকপুর পুরসভা খুব ভালো সুন্দর পুষ্পমেলার আয়োজন করেছে। আমার এবং এলাকার মানুষের সৌভাগ্য হয় দেখার। সকলে রং বেরঙের ফুল ফল দেখবেন। রাজ্যে রং বেরঙের অনেক কিছু নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারি সচেষ্ট হবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এটাই চান। তার দিকে থাকবেন সকলে। পুষ্পমেলায় ফুলের গন্ধ তার ঘ্রাণ অনুভব করছি। আমাদের অধিকার সংবিধানের নতুন পাতার ঘ্রাণ সেটাও যদি গ্রহন করতে পারি। তাহলে ফুলের সাথে বইয়ের একসাথে থাকাটাও সার্থক হবে বলেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, পুর পারিষদ সদস্য দেবাশিষ ঘোষ প্রমুখ। মন্ত্রীর হাতে সংবিধানের ৭৫ বছর বই, উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী নাকাশ আজিজ।

সিপিএমের ২৫তম হাওড়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে হাওড়ায় প্রকাশ্য জনসভায় সেলিম

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জানুয়ারিঃ সিপিএমের ২৫তম হাওড়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে হাওড়ায় প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখলেন মহ. সেলিম। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় সিপিএমের ২৫তম হাওড়া জেলা

সম্মেলন। এই উপলক্ষে হাওড়ায় প্রকাশ্য এক জনসভায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত একহাত নেন। এদিন তিনি বলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে এই সম্মেলনে আলোচনা হবে। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়াও গত ছয় বছর হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন না হওয়ার কারণে অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি করেন তিনি। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্প নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন, এতেই প্রমাণ হচ্ছে এরাজ্যে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলিতে কোনও চিকিৎসা হয় না। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ। এদিন তৃণমূল-বিজেপির সেটিং এর তত্ত্ব আরও একবার তুলে ধরেন মহম্মদ সেলিম। বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া ময়দানে হাওড়া জেলা সিপিআইএমের ২৬তম জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে মঞ্চে এই কথাই বলেন তিনি। মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, বিজেপি বলেছিল মোদীজী আসবে আচ্ছে দিন আসবে। বিদেশের কালো টাকা নিয়ে এসে সবাইকে পনেরো লক্ষ টাকা দেবে। কোথায় হল ? বলেছিল মোদীজী পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশভূত করবেন। উল্টে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে জেলখানায় পরিনত করেছেন বলে তিনি জানান।

চিকিৎসকদের মুখোমুখি রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ **আর জি কর আবহের পরে রাজ্য সরকার আরও একবার চিকিৎসকদের মুখোমুখি হতে চলেছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে চিকিৎসার অপর নাম সেবা বলে প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে। সংগঠনের চেয়ারম্যান ডাঃ সৌরভ দত্ত সাংবাদিকদের বলেন, এইজন্যে সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, সুপার, শিক্ষক, জুনিয়র চিকিৎসক, পড়ুয়া ছাড়াও জেলা ও ব্লক হাসপাতালের চিকিৎসকদের আমন্ত্রন জানানো হবে।**

ঘর নির্মাণ এর কাজ শেষ করার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ **রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দেওয়া টাকায় উপভোক্তাদের এক বছরের মধ্যে ঘর নির্মাণ এর কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রতিটি জেলাশাসকের কাছে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি উপভোক্তারা যেন ইট , সিমেন্ট, টিএমটি বার সহ ঘর নির্মাণের অন্যান্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে পান তার জন্য বিডিওদের স্থানীয় ডিলারদের সঙ্গে কথা বলার কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের লোগো খুব শীঘ্রই জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। যে সব উপভোক্তা ভূমিহীন তাদের জন্য সরকারি জমি চিহ্নিত করে পাট্টা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।**

পারফরম্যান্স নিয়ে রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার মধ্যে উত্তর পাড়া কোতরং খাতায় কলমে প্রথম

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ৯ জানুয়ারিঃ সম্প্রতি কলকাতার সল্টলেকে পুর প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ শিবিরে অনলাইন পারফরম্যান্স নিয়ে রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার মধ্যে উত্তর পাড়াকোতরং খাতায় কলমে প্রথম স্থানে রয়েছে।

সফল হয়ে রাজ্য সরকারের প্রশংসা পেল উত্তরপাড়াকোতরং পুরসভা। পুরসভায় হাজির হন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনিও পুরসভার অনলাইন পরিষেবা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বৈঠকে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা অন্যান্য পুরসভা গুলিকে উত্তরপাড়াকোতরং পুরসভাকে মডেল করে অনলাইন পরিষেবার কাজের মান বৃদ্ধিতে করার পরামর্শ দেন। বাড়িতে বসেই নাগরিকেরা পুরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইটে গিয়ে বুকিং ও স্থিতি যাচাই করতে পারবেন। পুরসভা সূত্রে খবর, ভবন ও বহুতল নির্মাণের নকশা, ট্রেড লাইসেন্স, জন্মমৃত্যু র শংসাপত্র, কমিউনিটি ভবনের ভাড়া, গণভবনের ভাড়া, পানীয় জলের গাড়ি ছাড়াও অন্যান্য পরিষেবা সমস্তটাই অনলাইনে করা হচ্ছে। সরকারি নির্দেশিকা মেনে সেই কাজ শুরু হওয়ায় তাতেই সুফল মিলেছে। শুধু তাই নয়, অনলাইনে কাজ করার ফলে পুরসভার আয়ও বৃদ্ধি হয়েছে। পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ই-পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের বাইরে বসানো হয়েছে মোবাইলের ফোনের মতো দেখতে বড় ট্যাব।

নীচে রাখা মাউসে ক্লিক করেই পুরনাগরিকেরা বাড়ির কর, জন্মমৃত্যু র শংসাপত্র, সম্পত্তি কর, ট্রেড লাইসেন্স, মিউটেশনের মতো যাবতীয় পুর পরিষেবার হদিশ পাচ্ছেন। সেখান থেকে অনলাইনেও কর দেওয়া যাবে। এখন পুরসভায় গেলেই চোখে পড়বে পুরভবনে এসে নাগরিকেরা অত্যাধুনিক পরিষেবার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে উত্তরপাড়াকোতরং পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন,

'রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে আমরা প্রথম থেকেই বহুতল ও বাড়ি তৈরির নকশা জমা দেওয়ার জন্য অনলাইনে জোর দিয়েছি। যাতে সরকারের রাজস্ব বাড়ানো যায় ও বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করা যায়।

এ ছাড়া ট্যাক্স দেওয়া, ট্রেড লাইসেন্স, বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেটসহ সমস্ত পরিষেবা অনলাইনে দ্রুত কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার মধ্যে উত্তরপাড়াকোতরংকে অনলাইন পরিষেবার কাজে এক নম্বর বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।' পুরসভার সাফল্যে স্পষ্টতই খুশি দিলীপ বলেন, 'আমাদের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুরসভায় কাজ দেখতে এসে বাহবা দিয়েছেন। আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনেই স্বচ্ছতার সঙ্গে পুরসভার কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী দেখতে উপচে পড়া ভিড়

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৯ জানুয়ারিঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ১৮ তম কোন্নগর বই মেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী। পরিচালনায় কোন্নগর পৌরসভা মেলা চলছে ৩ থেকে ১২ জানুয়ারি কোন্নগর মা শকুন্তলা কালী বাড়ির পাশে খেলার মাঠে। বইমেলাকে কেন্দ্র

করে বইপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়ে। বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিকেরা ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল ইতিমধ্যে কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এসে বইমেলা ঘুরে গেলেন মেলার দিনগুলিতে উপস্থিত থাকছেন বিশিষ্ট অতিথিরা সংগীতশিল্পীরা। অসাধারণ পুষ্প প্রদর্শনী বইমেলাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এছাড়া নানা রকম গাছের প্রদর্শনী চলছে মেলায় এবার ৪২ টি বইয়ের স্টল ছোট বড় মিলিয়ে আছে নামি প্রকাশনার বইয়ের স্টল আছে ইসকনের স্টল। খাবার স্টল বইমেলা প্রাঙ্গণ অলোক শয্যায় সেজে উঠেছে সুদৃশ্য তোরণ বইমেলার গেটে। এই বইমেলায় ৮ থেকে ৮০ শিশু থেকে নবীন প্রবীনদের ভিড় চোখে দেখার মত তারা স্টল ঘুরে ঘুরে বই কিনছেন। কোন্নগর বইমেলায় বাচ্চা থেকে বড় সকলেই চোখ রাখছেন বায়োস্কোপের কাঁচে। আর তাতেই দেখা মিলছে বর্তমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কাহিনী থেকে ডেঙ্গি সচেতনতা বার্তার। এই বইমেলা প্রসঙ্গে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস বললেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী এবার ১৮ বছরে পড়ল। মেলা উদ্বোধন করেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি ছিলেন মন্ত্রী ববি হাকিম সহ অতিথিবৃন্দ এখনো আসছেন বাকি দিনগুলোতেও আসবেন অনেকে মেলায় স্টল আছে অনেকগুলো নামি দামি প্রকাশনার বইয়ের স্টল আছে। সুদৃশ্য পুষ্প প্রদর্শনী চলছে। সবাইকে বলছি মেলায় আসুন। বই কিনুন। বই উপহার দিন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুন্দরবনের নদীতে এই প্রথম বসানো হলো তিনটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ৯ জানুয়ারিঃ এবার সুন্দরবনের নদীতে বসানো হলো জলস্তর মাপার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এই প্রথম সুন্দরবনের নদীর জলস্তর মাপার অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হলো। জোয়ার ভাটা এবং বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলের মাত্রা কতটা উপর-নীচ হচ্ছে,তা বলে দেবে এই যন্ত্র। এটির নাম অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার (এডব্লুএলআর)। গোসাবার গদখালিতে বিদ্যাধরী নদীতে, গোসাবার ছোটমোল্লা খালি ও গোসাবার হরিপুরে এই যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। বাসন্তীর দু'টি জায়গায় তা বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় এই যন্ত্র নিজে থেকেই জলের স্তর মেপে সেই তথ্য পাঠিয়ে দেবে ন্যাশনাল হাইড্রোলজি প্রজেক্ট অফিসে। এর আগে কখনও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সুন্দরবন অঞ্চলের নদী গুলিতে কখন কেমন জল বাড়ছে বা কমছে, সে বিষয়ে তেমন কোনও কিছু এতদিন ছিলো না। যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায়ই দুর্যোগ আসে, তাই আগে থেকে জলস্তর বৃদ্ধির তথ্য জানা থাকলে প্রশাসনের কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে।

মানুষজনকে সেই মতো সতর্ক করতে পারবে প্রশাসন। এই যন্ত্রটি গোসাবার তিনটি জায়গায় ইনস্টলের কাজ করেছে গোসাবা মহকুমার সেচ দফতর। সেই দফতরের এক আধিকারিক শুভদীপ দালাল বলেন, এই যন্ত্রের মধ্যে সেন্সর বসানো রয়েছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেটি চার্জ হয়। আলাদা করে কোনও ব্যক্তিকে সেটি পরিচালনা করতে হচ্ছে না।জল কখন বাড়ছে, কখন কমছে- সবটাই সে নিজেই রেকর্ড করবে এবং সেটা প্রযুক্তির সাহায্য তৎক্ষনাত পৌঁছে যাচ্ছে ঐ কেন্দ্রে।

আকাশ মেঘলা থাকলে ও তিন চারদিন টানা সৌর বিদ্যুতের চার্জ থাকবে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তনে সুন্দরবনের জলস্তর বেড়ে চলেছে। গোসাবার পর বাসন্তীর হোগল নদীতে ও বসবে এই যন্ত্র। তাঁর পরেরটি ঝড়খালিতে বসানোর কথা রয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল। আর এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের জল বায়ুর পরিবর্তনের সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাবে।

হুগলির বেগমপুরে বিখ্যাত তাঁত শিল্প সেই তাঁত শিল্পীরা করেন অকাল বিশ্বকর্মা পুজো

দুরন্ত বার্তা, বেগমপুর হুগলি, ৯ জানুয়ারিঃ হুগলির বেগমপুরে শুরু হল অকাল বিশ্বকর্মা পুজো। এই পুজোকে ঘিরে চমকপ্রদ আলোকসজ্জা সঙ্গে দর্শনার্থীদের ভিড়। ছোট তাজপুর বাজার এলাকাতেও পূজা হচ্ছে। এই বিশ্বকর্মা পুজোর বিশেষত্ব বিশ্বকর্মা ঠাকুরের নিচে বাহন হচ্ছে ঘোড়া, ভাদ্র মাসে যে বিশ্বকর্মা পূজা হয় তার বাহন ছিল হাতি, এই পুজো

তাঁত শিল্পিরা করেন। তাঁত শিল্পীদের বক্তব্য তাঁতীর মেশিনে ঘোড়ার খুরের মতো আওয়াজ হয়, সেজন্য বিশ্বকর্মার বাহন কে এখানে ঘোড়ায় রাখা হয়েছে।

এখানে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো হয় এখানকার তাঁত শিল্পীরা এই পুজো করেন এই পুজোর বিশ্বকর্মার বাহন এখানে ঘোড়া, ভগবানের কাছে সবাই প্রার্থনা করে বিশ্বকর্মা আশীর্বাদ করুন এবং ঘোড়ার মত দ্রুত তাঁত শিল্পের উন্নতি হোক। তাঁত শিল্পীদের বক্তব্য আমরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ চাই আমরা আশা করি ঘোড়ার খুরের মত দ্রুত আমাদের তাঁত শিল্পের উন্নতি হয়ে উঠুক। বেগমপুর এলাকাতে বিখ্যাত তাঁত শিল্প সেই তাঁত শিল্পীরা দুর্গ পুজোর আগে সেই বিশ্বকর্মা পুজো করতে সময় পেতেন না তাই তারা বছরের এই সময়ে অকাল বিশ্বকর্মা পুজো করেন তার কারণ এই সময়ে তাদের কাজের চাপ কম থাকে জানালেন এক তাঁত শিল্পী।

ইফকোর সহায়তায় নিমপীঠে তিন জেলার কৃষকদের নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,৯ জানুয়ারিঃ তিন জেলার কৃষকদের নিয়ে নতুন পদ্ধতিতে চাষের কাজের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। বুধবার থেকে এই শিবির শুরু হয়,শেষ হবে শুক্রবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া এই তিন জেলার ৩৫ জন কৃষকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষন শিবির চলছে নিমপীঠে।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া চাষিদের কথা মাথায় রেখে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ইফকো সার কোম্পানির সহায়তায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির চাষবাসের উপর এই প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। তিনদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ

রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মন্ডল,কৃষি বিজ্ঞানী ড. প্রবীর কুমার গরাই, কৃষি বিজ্ঞানী ড. দীপক কুমার রায়, ইফকোর কলকাতার দায়িত্ব প্রাপ্ত এস এম এম ড. প্রকাশ দও, ইফকোর অতিরিক্ত ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ কুমার ঝা, দেবাশীষ দও সহ আরো অনেকে। মাটির স্বাস্থ্য কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে এবং কৃষকরা যাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চাষবাস করে যেতে পারে বিশেষ করে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম করে নতুন প্রযুক্তির জৈব সার ব্যবহার করার প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয় । তাছাড়া মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা রাখতে কি কি করনীয় তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ফলন যাতে ঠিকঠাক হয় সেই কথা মাথায় রেখে এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বেশির ভাগ সময় দেখা গিয়েছে চাষবাসের ক্ষেত্রে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কৃষকরা তাদের প্রয়োজনের থেকে বেশি ব্যবহার করছে যাতে পরিবেশে ও মাটির সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই সেই কারণে কীটনাশক বা রাসায়নিক সার থেকে বেরিয়ে এসে জৈব সার ব্যবহারের প্রতি জোর দেওয়া হয়। তাঁর পাশাপাশি জৈব সার, জৈব কীটনাশক এইগুলো তৈরি এবং তাঁর ব্যবহার প্রশিক্ষণের মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি হল কৃষাণ ড্রোনেরব্যবহারের মাধ্যমে ন্যানো ফার্টিলাইজার, ওয়াটার সলিউশন ফার্টিলাইজার এই সমস্ত ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আর এই শিবিরে অংশ নিয়ে খুশি তিন জেলার কৃষকেরা।

শ্যামপুর হাইস্কুলে জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হলো ছাত্র সপ্তাহ ২০২৫

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৯ জানুয়ারিঃ সপ্তাহ ব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হলো ছাত্র সপ্তাহ ২০২৫ শ্যামপুর হাইস্কুলে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ২রা জানুয়ারি থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন আনন্দদায়ক নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হলো শ্যামপুর দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শ্যামপুর হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। প্রথমদিন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হলো মিট দ্য আইকন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানে ভুবনেশ্বর এইমস এ কর্মরত ব্রততী সাউটে উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল শ্রেণী ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা, চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল প্রদর্শনী, শেষ দিন অর্থাৎ বুধবার ছিল জমজমাট খাদ্যমেলা, বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী এবং অভিভাবকদের নিয়ে নানান মুখরোচক খাবার নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো খাদ্য মেলা। ছিল বিরিয়ানি, ঘুগনি,পকোড়া, মোমো,সহ নানান পদের খাবার। প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বিভিন্ন

আনন্দদায়ক কালজয়ী ছায়াছবির প্রদর্শন। যেমন সাহিত্যিক মতি নন্দীর কোনী, সত্যজিৎ রায়ের রয়েল বেঙ্গল রহস্য। শতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম কুমার দাস বলেন, বর্তমানে জয়ফুল লার্নিং বা শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দ পরিষরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা বর্ষের শুরুতে এই ধরনের অনুষ্ঠান সত্যি এক অতুলনীয়। সহকারী শিক্ষক সৌরভ চক্রবর্তী একই মন্তব্য করেন, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য দেবব্রত মাইতি বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা দপ্তরের এই ধরনের পরিকল্পনা দূর্দান্ত। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বৃষ্টি পালংদার,অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শুভ বেরা সহ বহু ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪১ সংখ্যা, শুক্রবার ২৫ পৌষ, ১৪৩১

বাংলা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ

রাজা রাজ কৃষ্ণ স্ট্রীটে অবস্থিত একটি থিয়েটার হল। ১৯৭৬ সালে এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়। এই মঞ্চটি অন্যান্য মঞ্চ থেকে একেবারে আলাদা ছিলো। বলতে গেলে বাংলা পেশাদারী নাট্যজগতে এক যুগান্তকারী মঞ্চ। বলা হতো সার্কুলার রিভলভিং এরিনা থিয়েটার। সংক্ষেপে, সারকারিনা। মঞ্চটি ছিলো গোলাকার। চতুর্দিকে গোল করে আসন পাতা দর্শকদের জন্য। গোলাকার মঞ্চটি একটি মোটা লোহার রড বা পাইপের ওপর অবস্থিত। একটি দৃশ্যের অভিনয় শেষ হলেই সব আলো নিভে যেত।অন্ধকারে মঞ্চটি নীচে নেমে যেতো। নীচটা ছিলো পুরো ফাঁকা। আবার সেট, অভিনেতা / অভিনেত্রী পালটে অন্ধকারেই ওপরে উঠে আসতো মঞ্চটা। জ্বলে উঠতো আলো। শুরু হয়ে যেত পরের দৃশ্যের অভিনয়। খুব কম সময়ের মধ্যেই এতকিছু ঘটে যেতো। দর্শকদের কাছে ছিলো পুরো ব্যাপারটাই ম্যাসজিকের মতন। চমকে যাওয়ার মতন। আবার কখনো কখনো দর্শকদের মধ্যে থেকেই অভিনেতা/অভিনেত্রীরা হেঁটে প্রবেশ করতেন গোলাকার মঞ্চে, সংলাপ বলতে বলতে। সেটাও ছিলো চমক। বাংলার আর কোনো রঙ্গমঞ্চে এই রকম মঞ্চ ছিলো না। রিভলভিং ছিলো। কিন্তু এইরকম ভাবে নীচে নেমে যাওয়া বা পরের দৃশ্যের প্রস্তুতি সেরে ওপরে উঠে পরের দৃশ্যের অভিনয় শুরু হয়ে যাওয়া এ ব্যাপারে এই মঞ্চই ছিল একমাত্র মঞ্চ। বলা হয়ে থাকে এই মঞ্চ ছিলো সেই সময়কার সমগ্র এশিয়ার একমাত্র ঘুর্নায়মান মঞ্চ। এই মঞ্চে নাটক দেখার আকর্ষনে গ্রাম গঞ্জ থেকে মানুষ ছুটে আসতো। আর মঞ্চের কারসাজি দেখে একদিকে যেমন অবাক হয়ে যেতো আবার অন্য দিকে মুগ্ধ হয়েও যেতো। শুধু নাটক নয়, মঞ্চও দেখার জন্য ছুটে আসতো মানুষ। এই মঞ্চ বা থিয়েটার হলের প্রাণপুরুষ ছিলেন অমর ঘোষ। যিনি আদতে সেই অর্থে থিয়েটার জগতের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু নাটক ছিলো তার ধ্যান জ্ঞান। নাটক, মঞ্চ নিয়ে তার স্বপ্ন ছিলো অনেক। নতুন কিছু, অভিনব কিছু করার স্বপ্ন। যা দর্শককে মুগ্ধ করবে। তারই ফলশ্রুতি এই সারিকারিনা মঞ্চ। এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৭৬ সালে তুষার যুগ আসছে নাটক দিয়ে। তারই লেখা, তারই নির্দেশনা। তিনি এমন সব নাটক লিখতেন যা শুধুমাত্র এই মঞ্চেই অভিনীত হওয়া সম্ভব। যেমন হ্যালো চুমকি, করিৎকর্মার মতন সুপারহিট নাটক। এই মঞ্চে অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষের মতন দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা। এক সময়ে মিস শেফালী এই মঞ্চের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। অনেক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় তা নিয়ে বিতর্কের ঢেউ উঠেছিলো। কিন্তু সারকারিনার কথা বলতে গেলে তার কথা বলতেই হবে। আজ সেই মঞ্চ বহুদিন হলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মঞ্চটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছিলো কিন্তু সফল হয়নি সেই চেষ্টা। হেরিটেজ কমিশনের কাছেও আবেদন করা হয়েছে মঞ্চটিকে হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য। মঞ্চের চমক দেখার জন্য এই মঞ্চে নাটক দেখা। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে মঞ্চটা নীচে নেমে যাওয়া, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরের দৃশ্যের অভিনয়ের উপযোগী হয়ে ওপরে উঠে। সে এক দারুন মজা আর চমকএর ব্যাপার।

নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর

বাবা উদয় শঙ্কর,মা অমলা শঙ্কর ,কাকা রবি শঙ্কর হলে আমাদের যে কারও হয়ত মাটিতে পা পড়ত না। কিন্তু সেই মেয়ের পা মাটির সঙ্গেই এক মাত্র সহজ হল।তাই জলপাইগুড়ি শহরের একটি থিয়েটার দলের পঁচিশ বছরের আড্ডায় একটি মেয়ের গান চলতে চলতে আঁচল কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়ান তিনি । নেচে ওঠেন,'ধন্য আমি মাটির পরে'। সাল ১৯৭৬। চলচ্চিত্র দুনিয়ায় সেই প্রথমবার পা দেওয়া মেয়েটি হয়তো মনে মনে নৃত্যশিল্পীই হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'মৃণালদা'র দৌলতে অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ এল সেই প্রথমবার। মমতা শঙ্কর। মৃণাল সেন পরিচালিত ছবি 'মৃগয়া' তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি। কিন্তু মৃণাল সেনের সঙ্গে মমতা শঙ্করের পরিচয় তারও বছর তিনেক আগে। এই গল্প অনেকেরই অজানা। মমতা শঙ্কর বলেছেন, 'পদাতিক'-এ আমার দাদার (আনন্দ শঙ্কর) মিউজিক। তাতে এক জায়গায় একটা হামিংয়ের কাজ আমার ছিল। মৃণালদা আমায় ১০০ টাকার একটা চেক দিলেন। সেই প্রথম রোজগার। মৃণাল সেনকে আজীবন 'বাবা' মেনেছেন তিনি। প্রথম ছবি, 'মৃগয়া'। মস্কোয় প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাওয়াও মৃণাল সেনের সুবাদে। সেই 'মৃগয়া' ছবি মিঠুন চক্রবর্তী এবং মমতা শঙ্করের অভিনয়ের জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কে বলবে 'মৃগয়া', মিঠুন আর মমতার প্রথম কাজ! নৃত্য মাধ্যমকে যাঁরা গোটা পৃথিবীর সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুইজন বাঙালি পুরোধা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উদয় শঙ্কর। সেই শঙ্কর পরিবারের কন্যা তিনি। তিনি জানেন নাচের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিদিনের যাপনকে ধারণ করতে হয়। শরীরী ভাষ্যে কীভাবে জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে জীবনের প্রতিটি সংলাপ, তাও দেখিয়ে চলেছেন মমতা শঙ্কর। চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে। এখনও সমান তালে অভিনয় করে যাচ্ছেন। সঙ্গে নাচকে কখনও ছাড়েননি। সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। এছাড়াও 'শাখা প্রশাখা' এবং 'উৎসব' ছবির জন্য পেয়েছেন বিএফজেএ পুরস্কার। হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর সহধর্মিণী বিজয়া রায়। অন্তরের গভীরে থাকা বহু মানুষের মুখ, বহু ঘটনা, বহু জানা-অজানা কাহিনি তাঁকে এই অনন্য স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা দিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

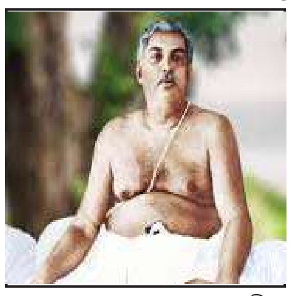

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি লিখেছেন। বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত। ভক্তিমূলক গান। ব্রাহ্ম সঙ্গীত বলা যেতে পারে। আসলে ইশ্বরের উদ্দেশ্যেই কবিগুরু এই গানটি রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর জগতে আলো নিয়ে আসেন। সেই আলোতে সবাই আলোকিত হয়। ঈশ্বর এক অদৃশ্য শক্তি। তিনি আছেন সেটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাকে ধরা যায় না। তিনি পাশে আছেন সেটা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাকে স্পর্শ করা যায় না। ঐশ্বরিক শক্তি বলে একটি বস্তু আছে। আর সেটা যার কাছে আছে তিনি মহান হন।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

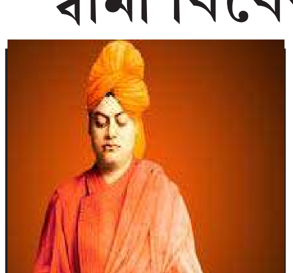

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি যখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে দিয়েছে তখন গণতন্ত্র নিয়ে 'ফর ডেমোক্রাসি' বই লিখলেন অম্লান দত্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রাক্তন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর অম্লান দত্ত জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭ জুন ১৯২৪ সালে। এই বছর তাঁর ১০১ তম জন্মবর্ষ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ১০১ তম জন্ম বর্ষ পালন করা হচ্ছে। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার কুমিল্লায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। পিতার নাম ছিল অশ্বিনী কুমার দত্ত। এবং মাতা ছিলেন সুনীতিবালা দেবী। এটা তাঁর বংশ পরিচয়। সবার কাছে তিনি বংশ পরিচয় দিতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সমস্যামূলক আলাপ আলোচনা করতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রিয় বলে গ্রহণ করতেন। যদিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা সম্পর্কে বারবার তিনি সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন যুগের যা পরিস্থিতি তাতে সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবেশ তৈরি হওয়াটা অসম্ভব। যে সব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যচ্ছে তার মধ্যে প্রাণ বলে কোনও বস্তু নেই বলে তাঁর মনে হতো। রবীন্দ্রনাথ যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করা একেবারে অসম্ভব? মার্কিন দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন যে গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আজকে আমেরিকার মতো দেশেও বলতে গেলে উধাও অবস্থায়। সেখানকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ায় গিয়ে আঘাত করতে শুরু করেছেন। 'আমেরিকা ফর আমেরিকান' এই স্লোগানটা তো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্লোগান নয়। ওই স্লোগানকে আন্তর্জাতিকমুখী করে গিয়েছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার। যদিও সেই সময়ে বলা যেতে পারে জার্মানদের ওপরে অনেক অবিচার করা হয়েছিল। তার ফলে হিটলারের মতো একনায়কতান্ত্রিক নেতার প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থ শাসন ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করে নেওয়া হলেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আজকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রে এসে উপস্থিত হচ্ছে। জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসলে কী তা বোঝানোর কোনও উদ্যাগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করলেই গণতান্ত্রিক চেতনা সাবলীল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর রকমের শব্দ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর লেখা 'ফর ডেমোক্রাসি' বইটিতে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন, "The etymological platitude that democracy means the rule of the people, and in moder States, of the representatives of the majority of the people, has, in the present century, done dubious service to the cause that it proposes to uphold. The definition of democracy as the rule of the majority is wrong as well as dangerous. It is not by counting the heads of Hitler's supporters that one must decide whether the Hitlerite regime was democratic or not. If fanatical community the majority decides to gag the voice of all minorities, the system does not deserve to be alled democratic merely beacuse its undemocratic action has the approval of the majority. Even in its narrower connotation, democracy stands for a peaceful method of political change, and as such its stands for the right of the majority, or the representatives of the mjority, to rule, as well as the right of the minority to try, by every peacecul means, to convert the majority. Every case of rule of a minority is a case of undemocratic rule, but not all cases of rule of the majority are cases of democracy. Without the right of the minority to convrt the majority, democracy loses to dynamic significance and is turned into its opposite."। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এর পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নাহলে তখন আর সেটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে না। তিনি তাঁর 'ফর ডেমোক্রাসি' বইয়ের শুরুতেই এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য করেন। তিনি মনে করতেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করলেই তার সুপ্রকাশ দেখতে পাওয়া নাও যেতে পারে। গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ যদি

সাধারণ জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ না করতে পারে তাহলে সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একেবারে মূল্যহীন। তার কোনও মানে থাকে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানেই শুধু ভোট যন্ত্র নয়। সবাইকে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার মধ্যেও গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে। বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রাধান্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তার রস সেখানে নিহিত রয়েছে। লিঙ্কন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন আর চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাস্তবতা রূপকে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে "In a wider sense, democracy is not just a peaceful method of political change, but a system represnting the maximum possible oppertunity of the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniquesness.'। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সবাইকে সব দিক দিয়ে বিত্তশালী করে তোলা। রাজনৈতিক পরিবর্তন করাটা গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ বলে গ্রহণ করা হয় না। সর্বজনীন স্বীকৃতি উন্নতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করাই হচ্ছে আসল গণতান্ত্রিক চেতনা। আসলে সর্বজনীন উন্নয়ন হওয়া সম্ভব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মধ্যে দিয়ে। মুখে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা বললে হবে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষিছত করতে সেই রকম উপযুক্ত পরিবেশ রচিত করতে হবে তবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুফল ফলতে থাকবে। আইনী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কথা চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত বলতেন না। তিনি বারবার ব্যবহারিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা জনগণকে বলিষ্ঠ করে। মানসিক শক্তির জোগান দেয় না এবং সম্পদশালী করে তোলে না সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোনও সময়ে উচ্চতর স্থানে উঠতে পারবে না। গণতন্ত্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করতে গেলে দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা শিক্ষিত করে তোলা খুবই প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক কাকে বলে তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কি এবং কেন তা সঠিক করে বলতে পারে না। গণতান্ত্রিক সংজ্ঞার আসল ব্যাখ্যা সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে অধিকাংশ নাগরিকেরা সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালীদের হাতে বন্ধ হয়ে কেন থাকবে ভাবতেন অম্লান দত্ত। তিনি লিখছেন "It demands, unquestionably, the right of the individural to material security, inasmuch as such security is an essential condition of unhampered growth; but its stands also for something more. If security were an end in itself, there would have been nothing to say against the security of detention camps. Democracy is as humpered by the absence 'economic right' as by the presence of these same 'rights' in a form which constiutes a negation of political liberty and human rights, and these other rights are to be judged in terms of their effectiveness in sustaining fundamental human rights.Of the fundamental rights of the individual, the right to freedom of thought and expression is amongst the mot essential." গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে যদি রাজনৈতিক অধিকার কোন কোনও সময়ে অতি শক্তিশালী রূপ ধারন করে। এমনকী মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্র বোধ হারিয়ে যেতে পারে যদি সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ান না করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার আগে জনগণকে গণতন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা উচিত বলে মনে করতেন চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত। তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অনুভব করতে শুরু করে ছিলেন যে কোথায় যেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাধা এসে উপস্থিত হচ্ছে তাতে ঠিক মতো করে উত্তরণ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। স্বাধীন ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে কেন দ্রুত উন্নতি পথ ধরে গোতে পারলো না তাকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন অম্লান দত্ত। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন তাহলে কি ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোথাও কোন রকম গলদ রয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নটা বারবার তাঁর মনে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তার উত্তর খোঁজর চেষ্টা করেছেন তাঁর রচিত বিখাত বই 'ফর ডেমোক্রাসি' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে থাকলেও কেন ভারতে গণতান্তিক শাসন ব্যবস্থায় শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারছে না তার অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার লাভ না করতে পারলে ভারতে যথার্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। বিশাল জনসংখ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে সেখানে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা একটি চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ড যেভাবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই রকমভাবে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানব-সম্পদকে বিত্তশালী করতে থাকবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বেশি করে নজর দেওয়ার কথা বলতেন অম্লান দত্ত। তিনি বারবার বলতেন অভুক্ত থাকা অপরাধ নয়। অশিক্ষা, কুসিক্ষা এবং অশিক্ষিত হয়ে থাকাটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। এই অপরাধ থেকে ভারতের বের করে নিয়ে এসে মুক্ত বাতাসে এবং আলোতে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। তাহলেই ভারতের সর্বস্তরের নাগরিকেরা নাগরিকত্ববোধ জাগরিত হতে থাকবে। এই নাগরিকত্ববোধের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা শক্তি। তাতে অবদমিত না করে তার স্ফূরণ ঘটাতে হবে। তা যদি করা যেতে পারে তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্র একটি সময়ে সঠিক পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত লাভ করতে বাধ্য থাকবে বলে বিশ্বাস করতেন অম্লান দত্ত। গণতন্ত্র মানসিকতাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রের কঙ্কালকে যা নিয়ে অবুঝ সম্প্রদায় মাতামাতি করতে শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে শুধু সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না নয়, সমগ্র দেশের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের ক্ষতি হওয়া মানেই শাসক থেকে শুরু করে নাগরিকরা একটি সময়ে অতলে তলিয়ে যেতে থাকবে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস করতেন অম্লান দত্ত। সেই কারণে তিনি সবাইকে সতর্ক এবং সাবধান করে দিয়েছেন। ' Democracy is not just a political system; it is way of life. The greatest enemy of the democratic way of life is fanaticism. Fanatics are rare guilty of lack og idealism; what they lack of tolerance" গণতন্ত্র নিয়ে এখনও বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশ্বে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেতে শুরু করেছে। আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপন্ন হতে শুরু করেছে। গণতন্ত্রের নাম করে চলছে আজকে একনায়কতন্ত্র। গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার দিকে বেশির ভাগ দেশ ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মানুষের কথার বা চিন্তার কোনও মূল্য আজকে থাকছে না। সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হতে শুরু করে দিয়েছে। তাহলে কি বিশ্ব থেকে গণতন্ত্র উধাও হয়ে যাবে?

গায়ক অনুপ ঘোষালের দৃষ্টিতে পরিচালক সত্যজিৎ রায় এক বিরল শিল্পীমনস্ক ব্যক্তি

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্যজিৎবাবু যখন আমাকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর গান গাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন, তখন আমার বয়স ১৮ বছর। যখন ছবি রিলিজ করে, তখন ২১ অত কম বয়সে কি আর বোঝা যায়, কত বড় মানুষের সঙ্গে কাজ করছি ? লাইভ অর্কেস্ট্রেশনের সঙ্গে গাইতে হত তো... সেসব দেখে রবি ঘোষ একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। তাই 'আহা ভূত'-এর পর ঠিক তাল, লয়ে 'বাহা ভূত'টা বলতে পারছিলেন না। তাই সত্যজিৎবাবু আমাকে বলেন, ঠিক তালের সময় রবিদার কোমরে একটা খোঁচা দিতে,

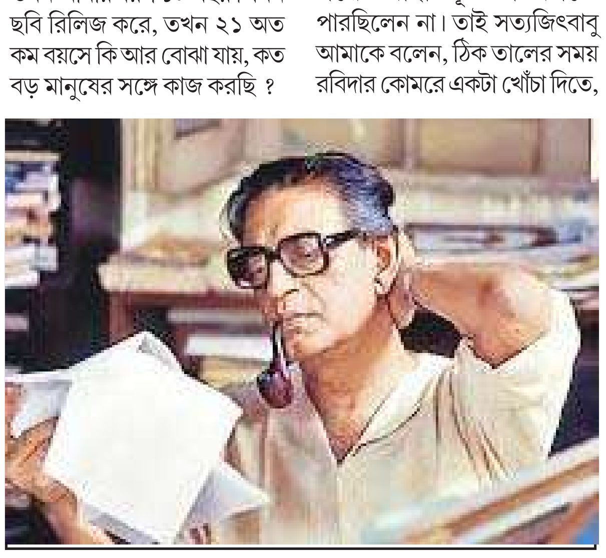

যাতে কিউ ধরতে অসুবিধে না হয়! সত্যিই আর কোনও ঝামেলা হয়নি সেদিন। পরে আমি ভেবেছি, কী করে একজন বহুমুখী প্রতিভার মানুষ এমন সুর দিতে পারেন যে, সে সব কালজয়ী হয়ে যায়? পরে গল্পে-গল্পে তার উত্তরও উনি আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কী বলো তো, আমি ছোটবেলা থেকে গান জিনিসটা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছি ছোটবেলায় পকেটমানি দিয়ে ওয়েলিংটন থেকে বিভিন্ন রকমের রেকর্ড কিনতাম। সেসব শুনে আমার কান খুলে গিয়েছে। মনে হয়, গানের প্রতি সেই ভালবাসাই আমাকে দিয়ে ছবি করিয়ে নিয়েছে বা লিখিয়ে নিয়েছে।

আজও কথাগুলো কানে বাজে। সংগ্রহী না হলে তো ভাল শিল্পী হওয়া যায় না! একজন মানুষ তখনই বড় হন, যখন বিনয়, শ্রদ্ধা, জ্ঞানের ও বিশ্বাসের সঠিক মিশেল ঘটে। যে বিশ্বাস উনি আমার উপর দেখিয়েছিলেন, তা আমৃত্যু ভুলতে পারব না। 'গুপী'র গান গাওয়ার জন্য তো সত্যজিৎবাবু আমার আগে কিশোরকুমারের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কিশোর রাজি হননি। অথচ দেখুন, প্রথম ছবি ওরকম সাফল্য পাওয়ার পর কিশোরকুমারকে কিন্তু ফিরে আসতে হয়েছিল। শুনেছি, অন্য এক ব্যক্তি মারফত তিনি ওঁর কানে দিয়েছিলেন যে 'গুপী'র গানগুলো তিনি গাইতে চান! মান্না দে-ও তো এক পত্রিকার সম্পাদককে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, গানগুলো যাতে তাঁকে গাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যজিৎবাবু স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, অনুপ ছাড়া আর কারও গলায় ওই গান মানাবে না। ভাবুন, বয়সে কত ছোট আমি, কিন্তু তা-ও সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি তিনি! এই কথাগুলি লিখেছিলেন অনুপ ঘোষাল। হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর সহধর্মিণী বিজয়া রায়। অন্তরের গভীরে থাকা বহু মানুষের মুখ, বহু ঘটনা, বহু জানা-অজানা কাহিনি তাঁকে এই অনন্য স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা দিয়েছে। এই বইয়ের পরতে পরতে ব্যাপ্ত রয়েছে যে বহুবর্ণী কাহিনি যা না জানলে মানুষ ও স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় সম্পর্কিত অনেক কথা অজানা থেকে যেত। অবলুপ্ত হত অজস্র দিকচিহ্ন। সত্যজিৎ রায় এর অনেক অজানা তথ্য ও সুন্দর ছবি পাঠকের কাছে রত্ন।

বিজয়া রায়ের লেখা 'আমাদের কথা' সংগ্রহে রাখার মত একটি বই ।কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার সমগ্র সংগ্রহে রাখার মত বই । এই বইতে সত্যজিৎ রায়ের সকল সাক্ষাৎকার আছে। সত্যজিৎ রায়ের লেখনী নিয়ে নতুন করে বলবার নেই। চলচ্চিত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দারুণ বই।

ছোটবেলা থেকে গানবাজনার পরিবেশে বড় হয়েছি বলে, আমার ভয়ডর চিরকালই কম। তাই আমি একটা বাংলা গান শোনাই। তারপর উনি আমার কাছ থেকে একটা ক্লাসিক্যাল গান শুনতে চান। সেটা শোনার পরেই বুঝতে পারি, আমাকে ওঁর পছন্দ হয়েছে। একদিন রিহার্সালে ডাকেন। আমার আজও মনে আছে, খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আমাকে উনি 'ভূতের রাজা দিল বর' গানটি শুনিয়েছিলেন। কী অসাধারণ গলা! তারপর তো আমাদের চার মাস ধরে রিহার্সাল চলল। কিন্তু মূল টেকের দিন হল সমস্যা। তখন

যেহেতু উনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু, তাই অনেক ছোটবেলা থেকে ওঁকে দেখেছি। যাই হোক, একদিন আমাকে ওঁর বাড়িতে ডাকেন। বলেন, তুমি নাকি খুব সুন্দর গান গাইতে পারো ? তোমার মা বললেন। আমাকে একটা গান শোনাও দেখি।

বাংলার গায়ক হেমন্ত-শিবাজী

একটা সময়ে সবাই তাঁকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অনেকেই ভাবতেন, তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুকরণ করেন অবশ্য তরুণ মজুমদার বলেছিলেন, 'তোমার গায়কিতে নিজস্বতা আছে।' তাঁর কণ্ঠে 'খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে' প্রবল জনপ্রিয়, রাতারাতি যশ, খ্যাতি,নাম তিনি সংগীত শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। 'ভালবাসা ভালবাসা' ছবির জন্য তরুণ মজুমদারের দরকার ছিল এক জন নতুন গায়কের, যাঁর গায়কির সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মিল থাকবে। ছবির শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে, গান রেকর্ড হয়নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ডেকে পাঠালেন ওঁর বাড়িতে। 'হার মানা হার' রেকর্ড করে পাঠালেন। গান শুনে তরুণ মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেই তরুণ - শিবাজীর প্রথম দেখা। ১৯৮৪ থেকে শুরু। তার পর থেকে তরুণ মজুমদারের একটি ছবি ছাড়া আর সব ছবিতেই শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ের গান গেয়েছেন। তবে মূল প্রশ্ন স্বামী-স্ত্রী এক পেশায় থাকার জন্যই কি শিবাজী চট্টোপাধ্যায় আর অরুন্ধতী হোমচৌধুরী একক শিল্পী হিসেবে তেমন করে জনপ্রিয়তা পেলেন না? ১৯৮৫-তে 'ভালবাসা ভালবাসা', তার পরে 'আলো'। আজ শিবাজী-অরুন্ধতী কোথায়? শ্রোতাদের মনেও এই প্রশ্ন।

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে,অনেকেই বলেন এই 'গানটি অনেক শিল্পী গেয়েছেন, কিন্তু ' আলো' ছবিতে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী যেভাবে গেয়েছেন আর কেউ অত সুন্দর করে গাইতে পারেন নি। অবশ্যই সংগীত শিল্পী অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর কণ্ঠে গান শোনা মানে একটা মিষ্টি আবেশ অন্য মাত্রার সুখানুভূতি। রবীন্দ্রনাথ গান তো বটেই, লোকসংগীতও।

শেখ হাসিনাকে ফেরতের চিঠির জবাব

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার চিঠির জবাব মেলেনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। ভারতে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়েও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম

তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন, ভারতকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য পাঠানো চিঠির জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ভারতের কাছে পাঠানো চিঠির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত,২০২৩ সালের ৫ আগস্ট ভারতের হিন্দন বিমানঘাঁটিতে পালিয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। তাঁর দেশে ফিরে আসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। চিঠির মাধ্যমে তাকে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল,তবে এখন পর্যন্ত কোনও সাড়া মেলেনি। এছাড়া,ভারতের নয়াদিল্লি শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ সম্প্রতি বাড়িয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে,এম তৌহিদ হোসেন বলেন,আপনাদের মতো আমিও এটি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আমাদের কী করার আছে? উল্লেখ্য, ভারতে শেখ হাসিনার ভিসা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও জানান, ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল,তার জবাব এখনো পাইনি। এর ফলে,তার ফেরত আসার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারতের সরকার শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ সম্প্রতি বাড়িয়েছে এবং তাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কথা জানানো হয়েছে। ৭৭বছর বয়সী হাসিনা ভারতে অবস্থান করছেন, তবে তিনি এখন পর্যন্ত যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় রয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হিন্দন বিমানঘাঁটিতে৫ আগস্ট তাঁর আগমনের পর তাকে দিল্লির একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু সূত্র জানিয়েছে,শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার গুঞ্জনকে ভারত নাকচ করে দিয়েছে। তাদের মতে, ভারতে শরণার্থী এবং আশ্রয় দেওয়ার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট আইন নেই, ফলে হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে কোনও সঠিক আইনগত ভিত্তি পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানও তার দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে তার দেশে ফেরার জন্য বারবার আহবান জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা এখনো স্পষ্ট হয়নি। বাংলাদেশে বিএনপির নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলো এরই মধ্যে শেখ হাসিনার ফিরে আসার পক্ষে সরব হয়েছে ।

১২ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে নীলপুর যুব উৎসব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি ঃ আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বর্ধমানের অন্যতম জনপ্রিয় নীলপুর যুব উৎসব-২০২৫। এই উৎসব চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবছর ত্রিতিয় বর্ষে পা দিলেও নীলপুর যুব উৎসব জনপ্রিয়তায় সমান টক্কর দিচ্ছে বর্ধমানের অন্যান্য জনপ্রিয় উৎসবগুলিকে। উৎসবের মূল উদ্যোক্তা বর্ধমান পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাসবিহারী হালদার জানিয়েছেন, আগামী ১২ জানুয়ারি এই নীলপুর যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য মন্ত্রী তৃণমূলের সভানেত্রী তথা সাংসদ অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, বাংলার খ্যাতনামা গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিন রাতে হাজির থাকবেন অভিনেত্রী ইদিকা পাল ও ড্যান্স ট্রুপ, সুশ্রুতী মল্লিক, অভিনেত্রী শুভশ্রী চক্রবর্তী। থাকছে টিম ফেলু বক্সি সহ একাধিক টলিউড বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। শেষ দিনে থাকছেন টলিউডে মেগা স্টার প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি 'জিত'। পাশাপাশি প্রায় ১০০ জনের মতো স্থানীয় শিল্পীরা অংশ নিচ্ছে বিভিন্ন দিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বছরের মতো এবছরেও নীলপুর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে ২৯ ডিসেম্বর সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৩০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে। রাসবিহারীবাবু আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রকমের জনপ্রিয় খাবার নিয়ে আসছে এই নীলপুর যুব উৎসবে। মোট ৪০ টি বিভিন্ন পদের খাবারের ষ্টল থাকবে এই মেলায়। এছাড়া উৎসবে অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে থাকছে 'খাদ্য মেলা'। বর্ধমানের খাদ্যরসিক মানুষদের জন্য থাকছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ খাবার সংস্থার স্টল। তাছাড়া প্রত্যেক বছর এই নীলপুর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবন্ধীদের যেমন হুইল চেয়ার প্রদান করা হয় এবছরও তা করা হবে বলে জানান রাসবিহারীবাবু।

শিলিগুড়ির এস এফ রোডে গাছ কাটার প্রতিবাদে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির এস এফ রোডে, অনুমতি ছাড়াই কেটে ফেলা হয়েছে ২০ থেকে ২৫ টি গাছ। বেশ কয়েকদিন ধরেই বা বলা যেতে পারে বেশ কয়েক মাস ধরে, বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে আসছিলেন গাছ কাটা নিয়ে, তারা ক্ষোভও জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ নিজের স্থান পরিদর্শন করে একরাশ

ক্ষোভ উগড়ে দিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার প্রতি। তিনি জানালেন কোন প্রয়োজনে এতগুলি গাছ কেটে ফেলা হলো? জানাতে হবে পুরসভা কে। এই গাছগুলি নিচে গরমের সময় বহু মানুষ আশ্রয় নিয়ে থাকেন। শিলিগুড়িতে আজকাল প্রচন্ড গরম পড়ে, অনেক সময় কলকাতাকে কেউ ছাড়িয়ে যায়, সেই সময় মানুষ আশ্রয় নেয় এই গাছগুলোর নিচে। কিন্তু পুরসভা সেটা দেখলো না, গাছ কেটে ফেললো। এখানে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, আজকে আমি এসে বুঝতে পারলাম ঠিক কি কি হয়েছে? আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য জানতে চাই, জানালেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি জানালেন, গাছের মতো বন্ধু পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তাই জবাব দিতে হবে পুরসভা কে, কেন গাছ কেটে ফেলা হলো?

হরিণঘাটায় গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কাঠডাঙায় রাস্তার ধারে গাছ থেকে ঝুলন্ত এক দেহ দেখে চমকে ওঠেন বাসিন্দারা। প্রৌঢ়ের নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি তাকে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিন সকালে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কাঠডাঙা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সাতশিমুলিয়া এলাকায় রাস্তার ধারে একটি আমগাছে অজ্ঞাত পরিচয় বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর যায় হরিণঘাটা থানায়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অন্য জায়গায় খুন করে দেহটি এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পাবলিক নোটিশ

এএসএইচভি ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN U65910MH1998PLC333546

নিবন্ধিত অফিসঃ ১২বি, ৩য় তলা, টেকনিপ্লেক্স-।। আইটি পার্ক, বীর সাভারকর ফ্লাইওভারের উল্টোদিকে, গোরেগাঁও (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৬২, টেলিফোন নম্বরঃ +৯১-২২-৬২৪৯ ২৭০০

ইমেইলঃ info@ashvfinance.com ওয়েবসাইটঃ www.ashvfinance.com

শাখা অফিস বন্ধ

এএসএইচভি ফাইন্যান্স লিমিটেডের নিম্নলিখিত শাখা অফিস ১১-এপ্রিল-২০২৫ থেকে বন্ধ থাকবেঃ

স্থান	ঠিকানা	রাজ্য
কলকাতা	সিদ্ধ ওয়েস্টন ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তলা, কলকাতা, ৭০০০১৩-এ রুম নং.২০৭ এবং ২০৮	পশ্চিমবঙ্গ

গ্রাহকরা তাদের জিজ্ঞাসা / প্রশ্নগুলি info@ashvfinance.com এ পাঠাতে পারেন।

এএসএইচভি ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
কোম্পানি সচিব

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৮.০১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-২২৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ শিয়ালদহে - এইএন/ওয়ার্কস/১/এসডিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/স্টেশন/এসডিএইচ-এর অধীনে এনসিসি কোচিং ইয়ার্ড, শিয়ালদহের ক্যাটওয়াক নং ৬-এর সংস্কার। টেন্ডার মূল্যমান: ৩,৪১,৮১,০৩৪.৫৯ টাকা। ইএমডি: ৩,২০,৯০০ টাকা। ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-২২৯-২৪-২৫। কাজের নামঃ এইএন/ডব্লু/১/এসডিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এসএসই/ওয়ার্কস/স্টেশন/এসডিএইচ-এর অধীনে পুরনো স্যুইচ গিয়ার ও সাব-স্টেশন ভবনের ভিত্তিতে বর্তমান এসডিএইচ ইয়ার্ড (পাওয়ার হাউস) সাব-স্টেশন স্থানান্তরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ১,১৫,৫৩,৪৭৮.৭৮ টাকা। ইএমডি: ২,০৭,৮০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ১২ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৯ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ০৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-313/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নন্দুর গ্রেফতারির পরেও এখনো সন্তুষ্ট হতে পারছেন না চৈতালি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ বাবলা খুনের পরের দিন থেকেই সংবাদমাধ্যমে সামনে বিভিন্ন সময় বিস্ফোরক দাবি করেছেন চৈতালি। বড় ষড়যন্ত্র, বড় মাথা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক খুনের অভিযোগ। বাবলার মৃত্যুর পাঁচ দিনের মাথায় নন্দুর গ্রেপ্তারির পরেও এখনো সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বাবলা জায়া। তবে তদন্তের গতি প্রকৃতি দেখে আস্থা রাখছেন তিনি। কিন্তু এখনো মনে করছেন এর পেছনে আরো কেউ আছে। এটা যতক্ষণ তদন্ত শেষ না হয়। সবটা সামনে না আসে। ততক্ষণ সন্তুষ্ট হওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। তবে কিছু ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে এমনটা এখনো মনে করছেন না তিনি। দলনেত্রী দল এবং পুলিশের উপর বিশ্বাস অটুট চৈতালি।

কিন্তু তার মতে খুনের যে নৃশংসতা ছিল সেটা থাকে বিচলিত করেছে। তিনি একজন রাজনৈতিক এবং আইনজীবী হওয়ার দরুন তিনি বুঝতে পারছেন আরো বড় মাথা এর পেছনে আছে। সেই সম্পর্কিত তিনিও হয়তো কিছু জানেন। কিন্তু প্রয়োজনে সেটা পুলিশ এবং নেত্রীরা জানাবেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না তিনি। যেহেতু এখন তদন্ত চলছে। ১২তারিখ রয়েছে বাবলা সরকারের স্মরণ সভা। সেখানে আসছেন রাজ্য তৃণমূলের সভাপতি সুব্রত বক্সী। তার সঙ্গে কথা বলবেন চৈতালি। তারপরেই নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করবেন বলে এদিন জানিয়েছেন তিনি। নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারীর সঙ্গে বাবলা সরকারের বিবাদের কথা সর্বজনবিদিত ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবে এই খুনের পর সন্দেহের তীর তার দিকে গিয়ে ছিল। কিন্তু নন্দুর গ্রেফতারের পরেও বড় মাথা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। চৈতালি এর আগে দাবী করে ছিলেন বাবলা সরকারের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল। সেই কারণে অনেকের হিংসা ছিল। প্রশ্ন উঠছে এই খুন যদি ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং রাজনৈতিক কারণ হয়ে থাকে। তবে আর কি কারণ থাকতে পারে। সামনে আর কোন মাথা আসতে পারে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই দিন চৈতালি ঘোষ সরকার বলেন, আমার যেটা অভিযোগ আছে সেটা পুলিশ আমায় ডাকলে আমি পুলিশকে এবং নেত্রীকে বলব। সন্তুষ্ট এখনই হতে পারছি না। তবে আস্থা রেখেছি।

খনি অঞ্চলে বাড়ছে গরু চুরি, সক্রিয় পাচার চক্র

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ খনি অঞ্চলে একের পর এক গরু চুরির ঘটনায় ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে গরু পাচার চক্র। কখনো পিকআপ ভ্যানে করে রাস্তার ধারের গরু চুরি, আবার কখনো বাড়ির উঠোন থেকে গরু উধাও। বুধবার জামুড়িয়ার বিজয়নগর এলাকায় গরু চুরি করতে গিয়ে পিকআপ ভ্যানসহ এক অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে গ্রামবাসীরা। তাকে গরুসহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। গরু পাচারের প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপির আসানসোল নেতৃত্ব। অন্ডাল থানায় ডেপুটেশন দিয়ে চক্রটি রুখতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত দুই মাসে ওই এলাকায় ২০টিরও বেশি গরু চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজেপি নেতা অভিযোগ করেন, অন্ডাল, জামুড়িয়া, পান্ডবেশ্বর এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। চোরাই গরুগুলি আশপাশের কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং অজয় নদ পেরিয়ে বীরভূমের বিভিন্ন হাটে বিক্রি হচ্ছে। আমরা অন্ডাল থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। যদি দ্রুত পদক্ষেপ না করা হয়, তবে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গত সেপ্টেম্বরে তাঁর ৪টি গরু চুরি হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। সিসিটিভি ফুটেজে গরু চুরির দৃশ্য থাকলেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি।একবাসিন্দা বলেন , নভেম্বর মাসে তাঁর বাড়ির উঠোন থেকে গরু চুরি হয়ে গেছে। পুলিশ আধিকারিক জানান, গরু চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । গরু পাচার রুখতে এলাকায় টহলদারি এবং কড়া নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

আসানসোলের তিন তৃণমূল নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৯ জানুয়ারি ঃ মালদার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ধরনের অপরাধ রুখতে সক্রিয় আসানসোল পুলিশ কমিশনারেট। এই পরিস্থিতিতে আসানসোলের তিন তৃণমূল নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই তিন জন হলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর অশোক রুদ্র, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিষ্ণুদেও নুনিয়া এবং জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ। আসানসোলে বেড়েছে জমি এবং বালি মাফিয়াদের বছর দুয়েক আগে এক জমির কারবারি খুন হন। সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল, ভিন্রাজ্য থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে এসে খুন করা হয়েছে অরবিন্দ ভগত নামের ওই ব্যক্তিকে। নেপথ্যে রয়েছেন জমি মাফিয়ারা। সেই খুনের কিনারা এখনও হয়নি। পুলিশের একাংশের মত, কয়লা মাফিয়াদের একাংশই পরে জমি এবং বালির ব্যবসায় নাম লিখিয়েছেন। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শহরের চিত্রা মোড়ে দু'জন এবং ডামরায় এক তৃণমূল কর্মী মারা যান। সেই সময় অশোক রুদ্র স্থানীয় মানুষজনকে নিয়ে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার ঘটনা হওয়ায় স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালও আন্দোলন করেছিলেন।

Office of the PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE :: ONDA :: Bankura
NIeT No:-11/2024-25 Date:- 03.01.2025

e-Tenders are hereby invited by this office for total 9(Nine) Nos. similar works. Last date of submission of technical Bid-On or before **11/01/2025 11.00 A.M**. Date of Opening of Bid- **13/01/2025 (From 11.00 A.M.)** (For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

OFFICE OF THE
GARH BHAWANIPUR SONATALA GRAM PANCHAYAT
UDAYNARAYANPUR DEV. BLOCK
GARHBHAWANIPUR, HOWRAH
Notice Inviting e-tender no- GBSGP/09 2024-25

E-Tender is invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat, for 5(Five) nos different work. Document downloading (online) starts from **08.01.2025 up to 16.01.2025 12:00pm**. Bid submission (online) from **09.01.2025 11.00 pm. Up to 16.01.2025 at 03.00 pm**. Bid opening date(online) on 18.01.2025 at 3.00 pm. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
GB Sonatala Gram Panchayat

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধানের অধীনে যে **কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে,** সিআইএন সহ U01222WB1973PLC029137 এর নিবন্ধিত অফিস পোস্ট-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১২৬০১-এর ই-নিলামের মাধ্যমে Going Concern হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) নিয়মাবলী, ২০১৬ নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতির অধীনে। কর্পোরেট দেনাদারকে ''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, যাই আছে এবং কোনও উপায় নেই'' এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো প্রকার ওয়্যারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ই-নিলামটি এমএসটিসি লিমিটেড www.mstcindia.co.in দ্বারা পরিচালিত হবে এবং www.bidboli.com-এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবাজার করা হতে পারে। ই-নিলাম **বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ **এমএসটিসি লিমিটেড** ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মঃ www.bidboli.com ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টেপর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের ৮ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার মেসার্সের বিক্রয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - একটি অগ্রগতি উদ্বেগ হিসাবে লিকুইডেশনে** **বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতেবেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।**
৩	রিজার্ভ মূল্য	১০৪,৮৫,৯০,০০০.০০/- টাকা (একশ চার কোটি পঁচাষি লক্ষ নব্বই হাজার টাকা) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	৫,২৪,২৯,৫০০.০০/- টাকা (পাঁচ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে অংশগ্রহণ হবে	১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা** liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ **নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। ৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, জানুয়ারি ২৭, ২০২৫**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**বুধবার, জানুয়ারি ২৯, ২০২৫**
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২৫, থেকে শুক্রবার, ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।**
১০	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ জানুয়ারি ১০, ২০২৫

প্রতিটি বাড়িতে একটি করে পানীয় জলের কল পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৯ জানুয়ারি ঃ জল স্বপ্ন প্রকল্পে প্রতিটি বাড়িতে একটি করে পানীয় জলের কল পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে সার্ভে করে দেখা গিয়েছে ৫৬ হাজার ২৬৮ টি বাড়িতে জলের কানেকশন যাবে। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪২ হাজার ৮১৮ টি বাড়িতে পৌঁছেছে কানেকশন। ১৩,৪৫০ টি কানেকশন রেডিও রয়েছে, খুব শিগগিরই তা পৌঁছাবে স্থানীয় মানুষের বাড়িতে। এদিন বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক অফিসের কনফারেন্স হলে, PHE দপ্তরের অধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক শেষে এমনি জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আরো জানান পূর্বস্থলী ১ ব্লকে ১০০ মৌজা রয়েছে যার মধ্যে ৯৬ টি মৌজায় মানুষ বসবাস করেন। প্রতিটি বাড়িতে একটি করে যাতে কানেকশন পৌঁছায় সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জন্য ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছেন। যেই এলাকায় পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর জন্য কাজ হবে, রাস্তা খুঁড়তে হলে ৭ দিনের মধ্যে সেই রাস্তাও সারিয়ে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই এদিনের এই বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ আরো অনেকে।

ফালাকাটায় দলছুট দুই হাতির তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি ঃ এবার আর গ্রাম নয়, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ল দুটি দলছুট হাতি। দাপিয়ে বেড়াল শহরের অলিগলি। যার জেরে হুলস্থুল কাণ্ড এলাকায়। ফালাকাটার অনেকের ঘুম ভাঙে হাতির ডাকের শব্দে। গজরাজকে দেখে আতঙ্কিত বাসিন্দারা । হাতি দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ে দলছুট দুটি হাতি। তাণ্ডব চালায় শহরের একাংশে। ফালাকাটার গার্লস হাইস্কুলের দেওয়াল ভেঙে দেয় তারা। তারপর ফালাকাটা শহরের বুক চিরে যাওয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক লোহার রেলিং ভেঙে দিয়েছে বলে খবর। এদিকে হাতির আতঙ্কে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ফালাকাটা নম্বর টু এস পি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর সেখান থেকে সুভাষপল্লি এলাকায় ঘুরে বেড়ায় ওই দুটি হাতি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনকর্মী ও ফালাকাটা থানার পুলিশ। পরে তাড়া খেয়ে ফালাকাটার সুভাষপল্লি এলাকার একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে হাতি দুটি। বনকর্তাদের অনুমান, প্রবল কুয়াশার মধ্যে সম্ভবত পথ ভুল করে হাতি দুটি জঙ্গল থেকে ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ে। দপ্তরের তরফে এলাকার মানুষকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। জানা গেছে, শহরে দাপিয়ে বেড়ানোর পর ফালাকাটার সুভাষপল্লি এলাকার একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে হাতি দুটি। ঘটনাস্থলে রয়েছেন বনকর্তারা।

কৃষ্ণগঞ্জে বাংলাদেশি মহিলা গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ পরভিন বেগম নামে ৩২ বছর বয়সী এক মহিলাকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক মহিলা মুম্বাইযের একটি কবরখানা এলাকায় পরিচারিকার কাজ করতেন। তবে সেখানকার পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে তিনি পালিযে আসেন। মহিলার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন, দুটি নতুন ঘড়ি, একটি ক্যামেরা, একটি আধার কার্ড, একটি প্যান কার্ড এবং কিছু ভারতীয় টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সীমান্তে বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

SBFC

এসবিএফসি ফিন্যান্স লিমিটেড
রেজি অফিসঃ ইউনিট নং. ১০৩, ১ম তল, সি এণ্ড বি স্কোয়ার, সংগ্রাম কম্পলেক্স
ভিলেজ চাকলা, আন্ধেরি- কুরাল রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫৯

পোস্ট নোটিশ
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(২) অনুসারে)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রযোগে আইনের অধীনে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং ২০০২ সালের নিরাপত্তা স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধিমালার ধারা ১৩ (১২) এবং ৮ নং বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের উপর নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নিম্নোক্ত তারিখগুলিতে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪) এবং ৮ নং বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নোক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য এসবিএফসি ফিন্যান্স লিমিটেড দায়ী থাকবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা এবং চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং ঋণ হিসাব নং	সম্পত্তির বিবরণ এবং দখলের তারিখ	দখলের নোটিশে দাবিকৃত পরিমাণ (টাকা)
১	১. ডিপোইন্ট প্লাস হোম রিসোর্সেস কোম্পানি লিমিটেড, ২. দিব্যঙ্গনা কর্পোরেশন, এবং ৩. সোমেশ চন্দ্র চৌধুরী, সকলের ঠিকানা ৪৭ / বি, সদানন্দ রোড, ফ্ল্যাট নং সি/ ৪, চতুর্থ তলা, সাগর অ্যাপার্টমেন্ট ,পশ্চিম বেন-গাল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৬ চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ- **১১ মে ২০২১ ঋণ হিসাব নং।** **লোন অ্যাকাউন্ট নং**- 19400043202DHPR00689186	সমস্ত সম্পত্তির টুকরো এবং পার্সেল অর্থাৎ ৯ কোটা ২ ছিটক ৪ বর্গফুট জমি, সি.এস. এবং আর.এস. এর অধীনে আর.এস. খাতিয়ান নং ৩৩৪ অনুসারে একই হতে হবে। দাগ নং ৫২, যা কলকাতার ২২৮ নম্বর প্রাঙ্গণ, এবং তার সাথে সিদ্ধাশ্রয় নামক G-IV তলা ভবনটি অবস্থিত এবং মৌজা-সারকেলহাটে অবস্থিত, যা সি.এস. খতিয়ান নং ৮৫, ফ্ল্যাট নং ১সি, প্রথম তলা, সিদ্ধাশ্রয়, ৪৫ বীরেন রায় রোড, প্রেম নং ২২৮, হো চি মিন সরণি গ্রামীণ কলকাতা, পশ্চিম বাংলা - ৭০০০৮।	১৭৫৭৩৩২ ।- টাকা (সতেরো টাকা লক্ষ (গুলি) সাতান্ন হাজার তিন একশো বত্রিশ মাত্র) ৭ মে ২০২১ তারিখের হিসাবে

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০।০১।২০২৫

স্বা /- (অথোরাইজড অফিসার)
এসবিএফসি ফিন্যান্স লিমিটেড

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/02/88/BDO/DMF_2024-25, Dated-08/01/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_797266_1 and 2 has been floated Construction of Additional Class Room at Vidyanagar G.S.F.P. School and Boundary Wall under Purbasthali-I Panchayat Samity Fund-District Mineral Foundation(2024-25). Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-Block Development Officer/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/352/e-Tender/2024-25 Dated: 10.01.2025,
WBMAD/UM/353/e-Tender/2024-25 Dated: 10.01.2025

(Construction of Concrete road, Drain & Bullah Pilling in different ward within Uluberia Municipality.). Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/-Executive Officer
Uluberia Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/655
Name of Work : **Renovation of street lighting system at Iswar Ganguly Street, Nepal Bhattacharya Street & other places in Ward No. 83**; Estimated Amount : **Rs. 4,37,713.80;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

2. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/656
Name of Work : **Renovation of street lighting system at river side of Adi Ganga within Ward No. 83 under Br-VIII**; Estimated Amount : **Rs. 1,79,168.95;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

3. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/674
Name of Work : **Installation of decorative lighting system at Gurupada Halder Road & surrounding areas in Ward No. 83 under Borough-VIII**; Estimated Amount : **Rs. 3,99,753.96;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

4. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/673
Name of Work : **Installation of new electrical wiring with electrical accessories at Nokuleshwar Bhoirob Temple in Ward No. 83**; Estimated Amount : **Rs. 2,76,637.99;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

5. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/600
Name of Work : **Repairing & replacement accessories of air conditioner machine with related allied works at Borough 9 Office, UPHC-88 & 82, Bhatchala Baurial Ground, Mayors Clinic & different institution under Br-IX**; Estimated Amount : **Open Quotation;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

6. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/642
Name of Work : **Installation of street lighting system at Khalbari, Sickline, Transport Depot and other places in Ward No. 80**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,879.08;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

7. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/671
Name of Work : **Improvement of street lighting system at Bhukailash Rajbari and Mandir surrounding areas in Ward No. 79**; Estimated Amount : **Rs. 2,97,813.65;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

8. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/672
Name of Work : **Improvement of bustee lighting system at Sanai Bustee, Sickline Bustee and Chattisgarh Bustee areas in Ward No. 80**; Estimated Amount : **Rs. 3,97,135.20;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

9. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/691
Name of Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Alipore Road, P. M Roy Road and other places in Ward No. 82**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,706.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

10. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/675
Name of Work : **Repairing of street lighting system at Garden Reach Road, Kavi Md. Iqbal Road, B. K. Road & other places under Br-IX**; Estimated Amount : **Rs. 1,48,374.05;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

11. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/689
Name of Work : **Renovation of street lighting system at lanes & by lanes of Ibrahim Road, Bengali Shah Warshi Lane & other places in Ward No. 77**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,664.98;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

12. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/690
Name of Work : **Repairing of street lighting system at different places of Karl Marx Sarani, M. M. Ali Road & other places in Ward No. 77**; Estimated Amount : **Rs. 1,48,630.59;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;

13. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/693
Name of Work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Nawab Ali Lane, Mominpur Road & other places in Ward No. 78**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,636.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of Completion of Bid : **20.01.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 13); Tender (Technical) Opening Date : **20.01.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 13); The bid form and other details are available on and from **10.01.2025 from 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 13); For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 13); Please keep watching the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarification, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 1 to 13)

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-VI, KMC invites e-tender online two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/126/37/24-25
Name of Work : **Repairing work for street lighting system at Jadav Ghosh Road, Sarkarhat Lane and other different areas in Ward No. 126**; Estimated Amount : **Rs. 2,98,190.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **16 Days**;

2. NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/126/38/24-25
Name of Work : **Installation of new ac machine for at KMC Ward Office at Brojomoni Debya Road in Ward No. 126**; Estimated Amount : **Rs. 1,10,819.00;** Earnest Money : **Rs. 2,300.00**; Period of Completion : **15 Days**;

3. NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/12/24-25
Name of Work : **Improvement works of electrical system for KMC office and Community Hall under KMC Borough XVI**; Estimated Amount : **Rs. 1,91,871.00;** Earnest Money : **Rs. 3,900.00**; Period of Completion : **22 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **18.01.2025 - 3 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **20.01.2025 - 3 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 - 6 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3)

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/LTG/RS/43/24-25/127
Name of Work : **Repair and renovation of lighting arrangement at Karbala Burial Ground in Ward No. 139, Br-XV**; Estimated Amount : **Rs. 4,87,410.35;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

2. NIT No.: KMC/LTG/AA/31/24-25/129
Name of Work : **Supply and delivery of LED fittings at different areas of Ayub Nagar, Nadial Village Road, Waris Nagar and others in Ward No. 141, Br-XV**; Estimated Amount : **Rs. 3,95,780.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **7 Days**;

3. NIT No.: KMC/LTG/RS/44/24-25/128
Name of Work : **Renovation and repair of lighting system at Choto Gorosthan, Karbala and others in Ward No. 139, Br-XV**; Estimated Amount : **Rs. 4,48,962.68;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;

4. NIT No.: KMC/LTG/AA/32/24-25/130
Name of Work : **Improvement of lighting system at bustee areas of Fakir Para, Khoira Para and other adjacent bustee areas in Ward No. 138 under The Kolkata Municipal Corporation, Borough-XV**; Estimated Amount : **Rs. 3,82,953.62;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of Submission of Bid : **20.01.2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **11.01.2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4); For corrigendum/addendum etc. if any, the same website has to be seen (for Sl. no. 1 to 4).

The Director General (Bustee), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EEBS/HQ/40/24-25/220 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of bustee sanitary latrine at 70, 72, 4 Keshab Chandra Sen Street and different slum area in Ward No. 40, Borough-V**; Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,98,612.85;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **20.01.2025 upto 11 a.m.**; Bid opening date and time for technical proposals : **22.01.2025 at 11.30 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **11.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

1196/24-25

গৃহকোণ

বাড়ির থিমের সাথে মিলিয়ে অনেকে বেছে নেন ঐতিহ্যবাহী নকশার বেসিন

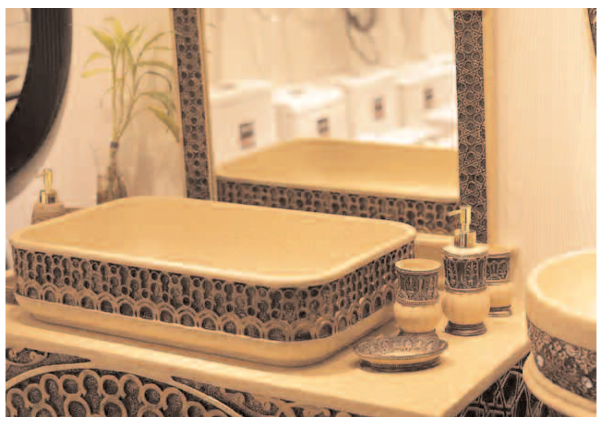

আধুনিক ঘরবাড়িতে ব্যবহৃত ছোট-বড় জিনিসগুলোর ছোটখাটো পরিবর্তনেই বাড়ির চেহারা অনেকটা বদলে যায়। আধুনিক ফিচার ও স্টাইলের ওয়াশ বেসিন ও কল ফিটিংস সেই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আলোচ্য। কারণ, বাড়ির এই জিনিসগুলোই ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশি। আপনার ব্যক্তিত্ব ক্ল্যাসিক না আধুনিক, মিনিমালিস্টিক নাকি বোল্ড, এসব ছোটখাটো ফিটিংস বা উপাদান দিয়ে তাও বোঝা যায়। এমনকি স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতার জন্যও এই উপকরণ ব্যবহারের আগে যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

বেসিনের বাজার

বাড়িতে সাধারণত খাবার ঘরের আশপাশে ও ওয়াশরুমে বসানো হয় বেসিন। তবে প্রয়োজন বা সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য অনেকে বাড়ির বাইরের আঙিনায়ও বেসিন ব্যবহার করেন। বেসিন বা কল ফিটিংস পছন্দ করার আগে প্রথমেই বাড়ি বা বাথরুমের থিমকে মাথায় রাখতে হবে। এখানে তাই কিছু বেসিনের বৈশিষ্ট্য জেনে নিন।

পেডেস্টাল ওয়াশ বেসিনঃ ঐতিহ্যবাহী নকশার বেসিনের মধ্যে এগুলো অন্যতম। এই বেসিনের সঙ্গে একটা লম্বা বা উঁচু স্তম্ভ থাকে, যেটা বেসিনের ড্রেনেজ পাইপটাকে লুকিয়ে রাখে, একই সঙ্গে মূল বেসিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। পেডেস্টাল বেসিনের গ্রহণযোগ্যতা সবখানেই থাকে মডার্ন কিংবা ট্র্যাডিশনাল সব থিমেই এটি মানানসই।

ওয়াল হ্যাং বেসিনঃ

বাসাবাড়িতে জায়গা নিয়ে যদি টানাটানি থাকে, তাহলে ওয়াল হ্যাং বেসিন সবচেয়ে ভালো অপশন। সাধারণত ডাইনিং রুমে বা ছোট বাথরুমে জায়গার স্বল্পতায় বড় পেডেস্টাল বেসিন সেট করা যায় না। এমন ক্ষেত্রে নানা ডিজাইনের ছোট সিংকের ওয়াল হ্যাং বেসিন খুবই উপযোগী। কিচেন গার্ডেন বা বারান্দায়ও এমন বেসিন ব্যবহার করেন কেউ কেউ।

ওয়াল মাউন্টেড বেসিনঃ

আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টে জায়গা একটা নির্দিষ্ট বর্গফুটে আটকে থাকে। অ্যাপার্টমেন্টে সীমিত জায়গা, মেঝের জায়গা বাঁচাতে, কখনোবা নকশা ঠিক রাখতে ওয়াল মাউন্টেড বেসিন ভালো বিকল্প। এই বেসিনগুলো যেকোনো উচ্চতায় সেট করা যায়। তাই পরিবারের ছোট সদস্যদের জন্য এটি খুবই উপযোগী। আলাদা বেদি বা স্তম্ভ না থাকায় পরিষ্কার করাও সহজ। এই বেসিনের জল সরাসরি দেয়ালের ভেতর দিয়ে করা লাইনে পাস হয়ে যায়। ফলে বেসিনের নিচের মেঝেতে খোঁড়াখুঁড়ি বা আলাদা কোনো পাইপ রাখার দরকার পড়ে না।

কাউন্টারটপ ওয়াশ বেসিনঃ

আজকাল আধুনিক ও বড় ওয়াশরুমগুলোতে কাউন্টারটপ ওয়াশ বেসিন বেশি ট্রেন্ডি। এ ধরনের বেসিনগুলোর আলাদা আভিজাত্য আছে। প্রথম দেখাতে এই বেসিনগুলোকে মনে হয় নিজেই একটা সাজানো আসবাব। বেশ বড় আর মজবুত হওয়ায় এই বেসিন টেকসইও হয় বেশ। বেসিনের নিচে কাউন্টার বা আলাদা কাঠামো থাকায় জল ছিটকে ফ্লোরে পড়ার আশঙ্কা কম। এই বেসিনের নিচের অংশে আলমারির মতো তাক করে তোয়ালে বা হ্যান্ডওয়াশের মতো দরকারি জিনিস রাখা যায়।

বেসিনের উপকরণ

বেসিনে যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি বেসিন তৈরির উপকরণেও আছে ভিন্নতা। কাচঃ কাচের তৈরি বেসিনের সঙ্গে একটা কাউন্টারটপ থাকলে খুবই আকর্ষণীয় দেখাবে। কালারলেস, স্মোকড, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ বিভিন্ন ধরনের কাচের বেসিন আছে। কাচের বেসিন শুধু কাউন্টার ড্রিল করে সহজেই বসানো যায়। দেয়ালে কোনো অতিরিক্ত খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া পরিষ্কার করাও সহজ। পোরসেলিনঃ স্থায়ী, মজবুত ও ক্ল্যাসিক ধাঁচের বেসিন যদি চান তবে আপনার জন্যই পোরসেলিন বেসিন। এ ধরনের উপকরণ থাকলে বেসিন একটু সাবধানে ব্যবহার

করতে হয়। কেননা এতে জলের দাগ থেকে যায়, ধারালো কিছুতে সহজেই স্ক্র্যাচ পড়ে।

অ্যাক্রেলিকঃ এই বেসিনগুলো একটু চকচকে, তবে হালকা। শুধু অ্যাক্রেলিক উপাদানে তৈরি বেসিনগুলোতে একটুতেই স্ক্র্যাচ পড়ে যায়। তবে পলিমারের মিশেলে তৈরি হলে দাগ অত সহজে পড়ে না। অতিরিক্ত তাপেও অ্যাক্রেলিক উপাদানে তৈরি বেসিনগুলোর ক্ষতি হয়। তাই ওয়াশরুম সাজাতে বা লাক্সারি বাথ নিতে এমন বেসিনের ওপর মোমবাতি না জ্বালানোই ভালো। নেইলপলিশ রিমুভারও এমন বেসিনের জন্য ক্ষতিকর।

সিরামিকঃ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও হালকা রঙের বেসিন যাঁদের চাই, তাঁদের জন্য সিরামিক সবচেয়ে ভালো অপশন। সিরামিকের বাড়তি যত্নেরও প্রয়োজন পড়ে না। এটা পরিবেশবান্ধব হিসেবেও স্বীকৃত। তবে এই বেসিন কিছুটা ভঙ্গুর হওয়ায় সাবধানে সেট করতে হবে। স্টোন বা পাথরঃ যাঁরা গতানুগতিক নকশার বাইরে একটু অন্য ধাঁচের বেসিন পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য গ্রানাইট, স্লেট বা মার্বেল পাথরের বেসিন। এই বেসিনে থাকে নজরকাড়া সব ডিজাইন আর প্রাকৃতিক আবহ। এ ধরনের উপকরণে তৈরি বেসিন আবার বিলাসবহুল হিসেবেও সমাদৃত।

কপারঃ আজকাল অনেকেই কপারে তৈরি বেসিন পছন্দ করেন। সাধারণত গাঢ় ধূসর ও কালোরঙা হয় এই বেসিনগুলো। কপারের বেসিন বসানোও বিশেষ ঝামেলার নয়।

প্রেসিডেন্ট কার্যালয় দখলের চেষ্টা, নিহত ১৯

মধ্য আফ্রিকার দেশ চাদের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা চালিয়েছে একদল অস্ত্রধারী। এ সময় তাদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। বুধবার রাজধানী এন'জামেনায় এ ঘটনায় ঘটে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাওয়া ও ট্যাংকের টহল দেওয়ার কথা জানিয়েছেন একটি সংবাদদাতা। নিরাপত্তা সূত্রগুলো বলেছে, সশস্ত্র ব্যক্তিরা প্রেসিডেন্ট কমপ্লেক্স দখল করার চেষ্টা চালিয়েছেন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনই ২৪-শক্তিশালী কমান্ডো ইউনিটের সদস্য। তাঁরা ওই হামলা চালিয়েছেন। চাদ সরকারের মুখপাত্র ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদেরামান কালামাল্লাহ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'হামলাকারীদের মধ্যে ১৮ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়েছেন। আমাদের একজন (নিরাপত্তাকর্মী) নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের একজনের অবস্থা গুরুতর।' এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সেনাসদস্য পরিবেষ্টিত ও নিজ বেল্টে বন্দুক গোঁজা অবস্থায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কালামাল্লাহ বলছেন, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা নস্যাৎ করা হয়েছে। হামলাকারী ব্যক্তিরা সশস্ত্র গোষ্ঠী বোকো হারামের সদস্য বলে জানিয়েছে একটি নিরাপত্তা সূত্র। গোষ্ঠীটি দীঘদিন ধরে ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া ও নাইজারের সঙ্গে সীমান্তবর্তী লেক চাদ অঞ্চলে চাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। অবরুদ্ধ চাদে সামরিক শাসন চলছে। দেশটিতে বোকো হারাম নিয়মিতভাবে হামলা চালিয়ে আসছে।

বোধজংনগরে স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড আজ বোধজংনগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ৫টি শিল্প ইউনিটের জমি এবং স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে। এই ইউনিটগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ফলস্বরূপ, বোধজংনগরের অত্যন্ত মূল্যবান জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। কর্পোরেশন নতুন ইউনিটগুলিকে জমি বরাদ্দ করতে পারছিল না। এছাড়াও, এই ইউনিটগুলির কাছ থেকে জমির ভাড়া হিসাবে প্রায় ১.১৩ কোটি টাকা বকেয়া ছিল এবং মালিকরা কর্পোরেশনের কাছ থেকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের জন্য ডিমান্ড নোটিশের কোনও জবাব দিচ্ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে টিআইডিসি ত্রিপুরা পাবলিক প্রিমিসেস আইনের অধীনে নির্মিত কাঠামো সহ জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নারায়ণ কর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ইডিপি ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, হ্যানিম্যান মেডিকেল রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড, রমেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

সাজের জিনিসগুলো রাখতে অনেকেই বাঁশের ঝুড়ির ব্যবহার করেন

সাজপ্রিয় মেয়েদের ঘরের প্রয়োজনীয় এক আসবাব ড্রেসিং টেবিল বা সাজটেবিল। একটা সময় শোবার ঘরের কোনো একটা দেওয়ালের সামনে রাখা হতো কাঠের এই সাজটেবিল।

যখন রঙিন আসবাবের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন সাজটেবিলের কাঠের রঙের জায়গা দখল করে নিল সাদা না হয় কালো রং। ইদানীং আবার শুধু আসবাবের রংই শুধু নয়, বদলে গেছে সাজের আসবাব বা ড্রেসিং টেবিলের ধারণাও। সাজ অনুষঙ্গ বা প্রসাধনী রাখার জন্য মেয়েরা এখন আর শুধু একটা আসবাবেই সীমাবদ্ধ থাকছেন না। বরং ঘরের যেকোনো একটি কোণকে সাজের ঘর হিসেবে সাজিয়ে নিচ্ছেন মনের মতো করে।

শৌখিন এই কোণটির দেয়ালে কেউ হয়তো সাঁটিয়ে দিচ্ছেন আয়না। আর সাজের জিনিসগুলো রাখতে ব্যবহার করছেন বাঁশের ঝুড়ি। মেঝেতেই তা সাজিয়ে রাখছেন পরিপাটি করে।

অনেকেই আবার হয়তো বেছে

নিচ্ছেন পেইন্টিং বা হাতে আঁকা নকশার আয়না। প্রসাধনী রাখার জন্য ব্যবহার করছেন কোমরউঁচু টেবিল। দেয়ালে রাখছেন গোল নকশার ছোট আয়না। অনেকে অনেক সময় নিয়ে সাজতে ভালোবাসেন। সাজের আয়নার সামনে বসার জন্য বেঞ্চ রাখছেন তাঁরা। এখানেও থাকছে নানা রঙের ব্যবহার। আয়নার চারদিকের বর্ডার ও বেঞ্চেও ব্যবহার করছেন বর্ণিল রং। এতে চেনা আসবাব যেমন বৈচিত্র্য পাবে, তেমনি অন্দরেও আসবে নতুনত্ব।

চাইলে আসবাব ছিমছাম রেখে দেয়ালেও রঙের পরিবর্তন আনতে পারেন। বা বসাতে পারেন স্টিকার। এতে সাজের জায়গাটি আলাদা করে নজর কাড়বে। সাজের জায়গাটির এমন বিশেষ আয়োজনে আলোকসজ্জার দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। এই যেমন মেঝেতে যদি ঝুড়ি রেখে সাজের জিনিস রাখতে চান, তাহলে এক কোণে রাখতে পারেন ল্যাম্পশেড। আবার সাজের জায়গার জন্য একটু

উঁচু নকশা টেবিল ব্যবহার করলে সিলিংয়ে স্পটলাইট ব্যবহার করতে পারেন। দেখবেন সাজের ঘরের কারুকাজহীন ছিমছাম এসব আসবাবের

আরবিআই ডাইরেক্ট ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্ককে অনুমোদন

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সিবিডিটির ডাইরেক্ট ট্যাক্স কালেকশন সিস্টেমে লাইভ গেছে ভারত সরকার (GOI) এবং আরবিআই ডাইরেক্ট ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্ককে অনুমোদন দিয়েছে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT) এর পক্ষে ডাইরেক্ট ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য ইনকাম ট্যাক্স পোর্টালের সাথে তার একীকরণের ঘোষণা করেছে। ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা এখন তাদের ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রদানের জন্য ডাউনলোডযোগ্য চালান,ইজি পেমেন্ট এবং তাত্ক্ষণিক পেমেন্ট কনফার্মেশনের অ্যাক্সেস সহ একটি স্বজ্ঞাত, ঝামেলামুক্ত পেমেন্ট এক্সপেরিয়েন্সের উপকৃত হতে পারেন।ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের ইউসার ফ্রেন্ডলি রিটেল এবং কর্পোরেট ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করতে পারেন, অথবা নগদ, চেক বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট ব্যবহার করে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় কর পরিশোধ করতে পারেন।উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের রিটেল লাইবিলিটিসের কান্ট্রি হেড শ্রী চিন্ময় ঢোবল বলেন, ''উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের রিটেল লাইবিলিটিসের কান্ট্রি হেড শ্রী চিন্ময় ঢোবল বলেন, ''আমরা একটি ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক এবং ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কিংয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রোডাক্ট ও পরিষেবাগুলির একটি সম্পূর্ণ মিশ্রণ তৈরি করছি। আয়কর এবং জিএসটির পেমেন্ট হল শুধুমাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য পরিষেবা যা আমাদের প্রস্তাবে অনুপস্থিত ছিল। আমরা আনন্দিত যে সিবিডিটি, ভারত সরকার এবং আরবিআইএর অনুমোদনের ফলে, আমরা এখন সিবিডিটি, ভারত সরকারের তরফ থেকে ট্যাক্স কলেকশনের জন্য অথোরাইসড। আমাদের উচ্চ-মানের ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে ইউসার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস তৈরি করেছি। আমরা আমাদের গ্রাহকদের আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের অনলাইন এবং ব্রাঞ্চ চ্যানেলগুলির মাধ্যমে সহজেই তাদের ডাইরেক্ট ট্যাক্স পরিশোধ করতে এই সুবিধাটি ব্যবহার করতে উত্সাহিত করি।আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ কর প্রদানের পদক্ষেপঃ ১. সিবিডিটি পোর্টালে লগ ইন করুন **https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login** ২. একটি চালান তৈরি করুন এবং নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট নির্বাচন করুন। ৩. পেমেন্টের বিকল্প হিসাবে ফার্স্ট ব্যাঙ্ক বেছে নিন ৪. পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন এবং ট্যাক্স পেড চালান ডাউনলোড করুন উপরন্তু, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সিবিডিটি আধিকারিকদের সাথে ইউপিআই এবং কার্ড পেমেন্ট সহ আরও অর্থপ্রদানের বিকল্প চালু করতে কাজ করছে।

উমরাংসো কয়লা খাদান বিপর্যয়ের চতুর্থ দিন, নেই আবদ্ধ শ্রমিকদের সন্ধান

উমরাংসো, ৯ জানুয়ারি ঃ উমরাংসোর তিন কিলো কালাপানির ১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি বিপর্যয়ের আজ চতুর্থ দিন। যত সময় যাচ্ছে, কয়লা খাদানে আবদ্ধ শ্রমিকদের জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা প্রায় ক্ষীণ হয়ে আসছে। বুধবার রাতে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে খাদান থেকে জল নিস্কাশন করতে ওএনজিসির পাম্প ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার সকালে ওএনজিসির মোটর বিকল হয়ে পড়লে কোল ইন্ডিয়া নাগপুর থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে আরেকটি অত্যাধুনিক পাম্প মেশিন নিয়ে এসে জল নিস্কাশনের চেষ্টা চলছে। তবে বিপর্যয়গ্রস্ত খাদান থেকে এক দিকে জল নিস্কাশন করা হচ্ছে, অন্যদিকে আশপাশের বন্ধ কয়লা খনি থেকে জল এসে আবার ভরতি হয়ে যাচ্ছে। এতেই গত কয়দিন ধরে বিপত্তির মুখে পড়ছে উদ্ধার অভিযানকারী বিভিন্ন সংস্থা। আসাম কয়লা কোয়ারির এক শ্রমিক জানিয়েছেন, বিপর্যস্ত খাদানের পার্শ্ববর্তী অন্য কয়লা কোয়ারির ভিতরে ভিতরে লিংক রয়েছে। তাই ওই সব কোয়ারি থেকে জল ঢুকছে।

শ্রমিকটি জানান, আসাম কয়লা কোয়ারি থেকে সম্পূর্ণ জল নিস্কাশন করতে কম করে ছয় থেকে সাতটি পাম্প মেশিনের প্রয়োজন। কারণ ছয় সাতটি মেশিন ব্যবহার করে যদি জল নিস্কাশন করা হয় তা-হলে তিন থেকে চারদিনে এই জল নিস্কাশন সম্ভব, দাবি শ্রমিকটির। এদিকে বুধবার রাতে শ্রমিকদের উদ্ধার অভিযান বন্ধ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নৌ-সেনার ডুবুরি, পদাতিক সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ সম্মিলিতভাবে অভিযান শুরু করেছে। কিন্তু উদ্ধার অভিযানে সাফল্য আসেনি। এদিন সকাল দশটা নাগাদ ভারতীয় নৌ-সেনার চার ডিপ ডাইভার কয়লা খনি-গহ্বরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে আসেন। শ্রমিকদের উদ্ধার সম্ভব হয়নি। এ খবর লেখা পর্যন্ত কোল ইন্ডিয়ার পাম্প মেশিন লাগিয়ে জল নিস্কাশনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে আসাম কয়লা কোয়ারিতে বিপর্যয়ের চারদিন পার হয়ে যাওয়ায় খনির ভিতরে আবদ্ধ শ্রমিকদের জীবিত থাকা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় নৌ-সেনা আসাম কয়লা কোয়ারির ভেতরে বৃহস্পতিবার অত্যাধুনিক রিমোট অপারেটিং সিস্টেম ক্যামেরা পাঠিয়েছে। ওই ক্যামেরার মাধ্যমে খাদানের গহ্বরে জমা জলের নীচে আবদ্ধ শ্রমিকদের কোনও গতিবিধি দেখা যায় কি না তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। তার পরও খনিতে আবদ্ধ শ্রমিকদের কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি অত্যাধুনিক রিমোট অপারেটিং ক্যামেরা।

প্রথমবার ভার্চুয়ালি প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃ টিআইএফটি-র উদ্যোগে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয় প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ওয়ার রুমে বহিঃরাজ্যে এবং বিদেশে বসবাসকারী সফল ত্রিপুরাবাসীদের সাথে এক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬০ জন রাজ্যবাসী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর ১৯১৫ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের সময়কে সাক্ষি রেখে প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০০৩ সাল থেকে উদযাপন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরাতে এই প্রথমবার আয়োজন করা হল প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। রাজ্যের অগ্রগতিকে তরান্বিত করা। ত্রিপুরা সরকারের তরফে বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি।

Name Change

I, Md Alauddin Laskar (old name) son of Late Sabe Laskar, residing at Vill: Uttarabad, P.O- Malaya, P.S- Dholahat, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743399, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Alauddin Laskar (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Diamond Harbour dated 10/05/2023. Md Alauddin Laskar (old name) and Alauddin Laskar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Subhas Das Bairagi (Old Name) S/o Late Kamini Mohan Das Bairagi Permanent Resident of Vill - Narayanpur, P.O – Dakhin Radhanagar, PS – Shyampur, HowrahW.B- 711312India shall henceforth be known as Subhas Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit No 136 Dated 03-01-2025.Subhas Das Bairagi (Old Name) and Subhas Das (New Name) all are same and one identical person.

Name Change

I, Vikash Kumar S/o Chandra Bali Tiwari Residing at Biradingi Purba, Howrah Municipal Corporation, Dasnagar, Howrah - 711108 West Bengal India shall henceforth be known as Vikash Kumar Tiwari. I declare that Vikash Kumar and Vikas Kumar Tiwari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 09-01-2025

Name Change

I, Chinmay Kanti Sarkar S/o Late Sachindra Mohan Sarkar Residing at 85/F, G.T. Road(West), West End Park, P.o - Mallickpara, P.s - Serampore, District - Hooghly, Pin- 712203 West Bengal India shall henceforth be known as Chinmoy Kanti Sarkar. I declare that Chinmay Kanti Sarkar and Chinmoy Kanti Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-01-2025.

Name Change

I, FATEMA HUZEFA SIROHIWALA (Old Name) W/O HUZEFA MOHAMMED SIROHIWALA Residing at 1/7, Ripon Square, Ward No-62, P.O. & P.S.-Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as FATEMA SUGRA HUZEFA SIROHIWALA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 09-01-2025. FATEMA HUZEFA SIROHIWALA (Old Name) and FATEMA SUGRA HUZEFA SIROHIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, HUZEFA M SIROHIWALA and HUZEFA MOHAMMEDBHAI SIROHIWALA (Old Name) S/O MOHAMEDI Residing at 1/7, Ripon Square, Ward No-62, P.O. & P.S.-Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as HUZEFA SIROHIWALA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 09-01-2025. HUZEFA M SIROHIWALA and HUZEFA MOHAMMEDBHAI SIROHIWALA (Old Name) and HUZEFA SIROHIWALA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MUMTAZ ALAM and MOHAMMAD MUMTAZ ALAM (Old Name) S/O MD NASIRUDDIN ANSARI Residing at Ansari Gali, P.O.-Baruraj, P.S.-Baruraj, District - Muzaffarpur, Pin - 843132, Bihar, have changed my name and shall henceforth be known as MD MUMTAZ ALAM (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 09-01-2025. MUMTAZ ALAM and MOHAMMAD MUMTAZ ALAM (Old Name) and MD MUMTAZ ALAM (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MITESH BHARTIA (Old Name) S/O PRABHAT KUMAR BHATRIA Residing at 93/4, Karaya Road, P.O.-Ballygunge, P.S.-Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MITESH KUMAR BHARTIA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 31-12-2024. MITESH BHARTIA (Old Name) and MITESH KUMAR BHARTIA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I. MD. MAIDUR RAHAMAN, S/o Late Md. Obaidur Rahaman, residing at Khodar Bazar (Mistry Para, Mawlana Md. Babar Ali Lane), P.O & P.S-Baruipur, Dist-South 24 Parganas, Kolkata-700144, WB, declare that in my some important papers and documents my name has been recorded as MD MAIDUR RAHAMAN MONDAL (মোঃ মইদুর রহমান মন্ডল) S/o Late Obaydur Rahaman Mondal (মইদুর রহমান মন্ডল) and MAIDUR RAHAMAN MONDAL (মইদুর রহমান মন্ডল) S/o Obaydur Rahaman (ওবায়দুর রহমান) instead of my actual name MD MAIDUR RAHAMAN S/o Md. Obaidur Rahaman. That as MD MAIDUR RAHAMAN MONDAL (মোঃ মইদুর রহমান মন্ডল) S/o Late Obaydur Rahaman Mondal (মইদুর রহমান মন্ডল) and MAIDUR RAHAMAN MONDAL (মইদুর রহমান মন্ডল) S/o Obaydur Rahaman (ওবায়দুর রাহমান) and MD MAIDUR RAHAMAN S/o Md. Obaidur Rahaman all are same and one identical person vide affidavit 04.01.2025 before Ld. Court of 1st Class Judicial Magistrate, Baruipur.

Name Change

I, Amit Kumar Raghav, S/o Prem Singh Raghav, residing at Flat No. G-301, Sunrise, PapadeWasti, Phursunga Pune, Pune, Fursungi, Pune, Maharashtra-412308. My son's actual name is Shivanshu Raghav. But wrongly recorded as Shivanshu Amit Raghav in his School(KENDRIYA VIDYALAYA RANINAGAR, B.S.F) Registar. On 08.01.2025 vide Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri Affidavit No. SL. 60, that Shivanshu Raghav and Shivanshu Amit Raghav are the same, single and one identical person and henceforth he will be known as Shivanshu Raghav in lieu of Shivanshu Amit Raghav in every document.

Name Change

I,Newtan Podder (Old Name) S/O-Gour Poddar resident at Vill-Mobarakpur, Po-Haripur Chhitka, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, 741163.I have change my new name to Newtan Poddar by Executive Magistrate Tehatta courton 07/01/2025.My name Newtan Poddar& Newtan Podderbothare same and one indentical person.

Name Change

I, Prithpal Singh Channa (old name) son of Baldev Singh, residing at 126/1, Girish Ghosh Road, Liluah, P.S.- Belur, Howrah- 711202, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prithpal Singh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 07/01/2025. Prithpal Singh (new name) and Prithpal Singh Channa (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Noor Nahar Khanom (old name) wife of Sk Fazlul Haque and daughter of Md Kaym Molla, residing at Vill.- Taldharia Kapasia, North 24 Pgs, Pin- 700130, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mst Noor Nahar Khanom (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/01/2025. Mst Noor Nahar Khanom (new name) and Noor Nahar Khanom (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, VIJAY BHARTIYA, SON OF LATE RATAN LAL BHARTIA, RESIDING AT 14/2, BURDWAN ROAD, ALIPORE, KOLKATA-700027, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIJAY KUMAR BHARTIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT VIJAY BHARTIYA AND VIJAY KUMAR BHARTIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Ipsita Sarkar (Old Name), Daughter of Ujjal Kundu,wife of Sourav Sarkar, residing at 20 Kalidas Patitundi Lane, Kalighat, Kolkata - 700026, West Bengal, shall henceforth be known as Ipsita Kundu (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 09/01/2025.That Ipsita Sarkar and Ipsita Kundu both are the same and one identical person.

Name Change

I, Noel Glen Soler (old name) son of Bazil Soler, residing at 7A, Abinash Chowdhury Lane, P.S.- Topsia, Kolkata, 700046, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Noel Soler (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 08/01/2025. Noel Soler (new name) and Noel Glen Soler (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ritu Shroff (old name) wife of Ashis Kumar Shroff, residing at B.L-411, Sector-2, Salt Lake City, Bidhannagar, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700091, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ritu Devi Shroff (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/01/2025. Ritu Devi Shroff (new name) and Ritu Shroff (old name) both are same and identical person.

Name Change

I ARUN DUTTA, S/O KISHORI MOHAN DUTTA, R/O 13/1,BENITOLA LANE,RAJA RAM MOHAN SARANI,KOLKATA-700009,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR DUTTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2025,THAT ARUN DUTTA AND ARUN KUMAR DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sangita Saha Sardar (old name) wife of Atindra Chandra Saha Sardar, residing at Loharuka Green Nest, Flat No-501A, Rajarhat Main Road, Kolkata-700136, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sangeeta Saha Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/01/2025. Sangeeta Saha Sardar (new name) and Sangita Saha Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Atindra Saha Sardar (old name) son of Late Atul Chandra Saha Sardar, residing at Loharuka Green Nest, Flat No-501A, Rajarhat Main Road, Kolkata-700136, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Atindra Chandra Saha Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/01/2025. Atindra Chandra Saha Sardar(new name) and Atindra Saha Sardar (old name) both are same and identical person.

উত্তরবঙ্গে আরও এক চা বাগানে ঝুলল তালা, কাজ হারালেন ১৩০০ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি ঃ বছরের শুরুতেই কাজ হারালেন ১৩০০ চা শ্রমিক। উত্তরবঙ্গের আরও এক চা বাগানে ঝুলল তালা। বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ারের একটি চা বাগানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। খোঁজ নেই মালিকের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিশেহারা ১৩০০ পরিবার। কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানের ম্যানেজমেন্ট গতকাল রাতে বাগান বন্ধ করার নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যায়। সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন ফ্যাক্টরির দরজা বন্ধ। বাগান সাসপেনশনের নোটিস ঝুলছে। যা দেখে মাথায় হাত পড়ে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনায় পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজ নেই। অন্যদিকে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ারে মোট চা বাগানের সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে ৯টি চা বাগানে তালা ঝুলেছে। এদিন তালিকায় জুড়ল আরও একটি নাম। ইতিপূর্বে লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ২ হাজার ১৩২ জন, রায়মাটাং চা বাগানের ১ হাজার ৬২৪ জন, দলসিংপাড়া ১ হাজার ৭৪৮ জন, দলমোর বাগানের ১ হাজার ৬৫ জন, কালচিনির ১ হাজার ৯১৬ জন, রামঝোরার ৯৬২ জন, ঢেকলাপাড়ার ৬০৪ জন, তোর্সার ৬৪৭ জন এবং মধ্যুর ৮১ জন কাজ হারিয়েছিলেন। এবার সেই তালিকায় জুড়ল আরও তেরশো জনের নাম। শ্রমিক পরিবার হতাশায় দিশেহারা। কাজ হারিয়ে চা শ্রমিকদের সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, গাছে নতুন পাতা আসতে শুরু করলে আবার মালিক আসবে শ্রমিকদের উপর অন্যায়ভাবে কাজের বোঝা চাপিয়ে বাধ্য করবে কাজ করতে। আমরা আলিপুরদুয়ার - কোচবিহার চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন দাবি করছি, অবিলম্বে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাগান খুলতে হবে। অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

পুলিশের জালে ধৃত ৫ দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ রং মিস্ত্রির মাধ্যমে রেইকি করে চুরির পরিকল্পনা। দুর্গাপুর কোকওভেন থানার স্টেশনবাজার এলাকায় চা-সিঙ্গাড়া খেতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল পাঁচজনের দুষ্কৃতির দল। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ধৃতদের মধ্যে বিহারের ঝাঁঝার রণজিত রবিদাস, সন্তোষ দাস, ভিকি শা, বিজয় শা এবং উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের দীপক দাস রয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শটার পিস্তল, একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং ১০ রাউন্ড কার্তুজ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তিনি আরও জানান, গভীর রাতে দুর্গাপুর স্টেশন লাগোয়া ভৈরবথানে চুরির পরিকল্পনা করেছিল ওই দুষ্কৃতিরা। স্থানীয় একটি দোকানে চা-সিঙ্গারা খাওয়ার সময় তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে টহলরত পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ দেখে পালানোর চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই রং মিস্ত্রিরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় রঙের কাজের আ।।লে রেইকি করত। গৃহস্থের বা।।রি ভেতরের অবস্থা ও কোথায় কী রয়েছে, তা খুঁটিনাটি জেনে বিহারের দলটিকে ডাকাতির সুযোগ করে দিত। এরপর রাতে অপারেশন চালিয়ে ভোরের দিকে ট্রেনে করে বিহারে ফিরে যেত দলটি। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) জানান, ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে।

শখের পাখিকে বাঁচাতে গিয়ে পুকুরে তলিয়ে গেল যুবক

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার জাড়া গ্রামের রুই দাসপাড়ায় বৃহস্পতিবার সকালে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা । শখের কাকাতুয়াকে বাঁচাতে গিয়ে পুকুরের জলে তলিয়ে গেলেন শ্রীরাম রুইদাস নামে ৩৫ বছরের এক যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রীরাম রুইদাস বাড়িতে দুটি কাকাতুয়া পুষতেন। এদিন সকালে পাখি দুটিকে স্নান করাতে তিনি বাড়ির পাশের একটি পুকুরে নিয়ে যান। সেই সময় খাঁচা থেকে বেরিয়ে একটি কাকাতুয়া পুকুরের জলে পড়ে যায়। প্রিয় পাখিটিকে বাঁচানোর জন্য তিনি তৎক্ষণাত পুকুরে ঝাঁপ দেন। পাখিটির পেছনে সাঁতার কেটে পুকুরের এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, পাখিটি মারা গেছে। পাখিটিকে জল থেকে না তুলে পুকুরের পাড়ের দিকে এগোতেই হঠাৎ জলে ডুবে যেতে থাকেন। পাড়া - প্রতিবেশীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে দ্রুত তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় চেষ্টার পরেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ এবং সিভিল ডিফেন্সের একটি দল। তারা নিখোঁজ যুবকের খোঁজ চালাচ্ছে। এদিকে, এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে শ্রীরামের পরিবার। পরিবারের সদস্যরা জানান, পাখি দুটি ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের দেখভালে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এমন একটি ঘটনায় গ্রামের মানুষজনও মর্মাহত। উদ্ধারকাজ চলমান রয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত শ্রীরামের কোনো খোঁজ মেলেনি।

স্বামী ও মায়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে কিশোরী কে মুম্বাই থেকে ফিরিয়ে সেভ পজিশনে রাখলো প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ বোলপুরের রুমা (কাল্পনিক নাম) যখন তার বয়স ১৪ বছর, নবম শ্রেনীতে পড়তো। তখনই (২০১৬ সালে) তার মা জোর করে ঝাড়খন্ডে বিয়ে দেয়। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়, তার আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো। রুমা তার এই বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া স্বামীকে মেনে নিতে পারে নি। রুমার স্বামী রিয়াজ (কাল্পনিক নাম) রুমা কে কখনও মুম্বাই কখনও ঝাড়খন্ডের বাড়িতে রাখতো। তবে বরাবরই তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো। স্বামীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে রুমা বোলপুরে তার মায়ের কাছে আশ্রয় চায়। কিন্তু তার মাও তাকে চাপ দিতো যে, ঐ স্বামীর সঙ্গেই থাকতে হবে। ২০২৪ -এ সেপ্টেম্বর মাসে রুমা বোলপুরে তার মায়ের বাড়িতে ঝাড়খন্ড থেকে চলে আসে, তখনও তার শ্বশুর তাকে গালাগালি করতো বলে, তখন তার মা ও স্বামী রুমা কে বোলপুরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ডাক্তার দেখায়। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং মুম্বাই নিয়ে চলে যায়। সেখানেও তার উপর তার স্বামী নির্যাতন করতো। ঘরে ভরে রেখে তালা লাগিয়ে কাজে চলে যেতো। সে মুম্বাইয়ের একটি থানাতে আশ্রয় নেয়, এবং এক রাত থানাতে থাকার পর সেখান কার একটি NGO তে আশ্রয় নেয়। (সবটাই রুমার কথা মতো)। তারপর মেয়েটি কোনো সূত্রে জানতে পেরে বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৬।১২।২০২৪ তারিখ রুমা মুম্বাই থেকে অনলাইনে ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদের কাছে লিখিত আবেদন করে আইনী সহায্য চায়। এবং তাকে নিরাপদ জায়গায় ফেরানোর আর্জি জানান। সেই অভিযোগ অথরিটির সচিব বিচারক কে পাঠানো হয়। ওই কিশোরী ফোনে সমস্যার কথা জানান বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিককেও। ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব জজ নিরুপমা দাস ভৌমিক মেয়েটির আবেদন মতো তাকে আইনী সহায়তা দেবার ব্যাবস্থা করেন। কথা বলেন মুম্বাইয়ের আশ্রয়ে থাকা ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও মুম্বাইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় সে ৫।১।২০২৫ তারিখ বর্ধামানে তার বাবার কাছে আসে। রুমার বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কও ভালো নেই বলে জানায় রুমা। তারপরও রুমার বাবা রুমার মাকে জানিয়ে দেয় মেয়ে তার কাছে আছে। ৬।১।২০২৫ তারিখ বোলপুর থেকে রুমার মা বর্ধমানে গিয়ে তাকে বোলপুরে আনতে চায়। সে আসতে চায় নি। ৭।১।২০২৫ তারিখ জোড় করে নিয়ে আসে বোলপুরে। এদিকে রুমা ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচানক নিরুপমা দাস ভৌমিককে ম্যাসেজ করে যে, তাকে উদ্ধার করার জন্য, না হলে তাকে তার মা মেরে ফেলতে পারে। বিষয়টি বোলপুর থানার পুলিশ কে জানানো হয়, বোলপুর থানার পুলিশ অতি দ্রুত মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মেডিক্যাল চেকআপ করে নিয়ম মাফিক একটি সেফ পজিশনে রাখে। এদিকে, মেয়েটি তার মায়ের বিরুদ্ধে নাবালিকা অবস্থায় জোড় করে বিয়ে দেওয়া ও মা এবং স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় এফআরকে করেছে করে নির্যাতনের। ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব জজ নিরুপমা দাস ভৌমিক বলেন, মেয়েটির আবেদন আমাদের কাছে আসার পরই আমরা প্রথমে মুম্বাইয়ে যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হেফাজতে ছিলো তাদের সাথে কথা বলি। যোগাযোগ করি পুলিশের সঙ্গেও। বোলপুর থানার পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে মেয়েটিকে রেসকিউ করেছে। মেয়েটি মামলা করেছে মা ও স্বামীর বিরুদ্ধে। তাকে বোলপুরে ফিরিয়ে এনে নিরাপদে রাখা ও যা আইনী সহায়তা দেবার দরকার সবই করা হবে।

বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে গাঁজা চাষসহ যেকোনো বে আইনি কাজের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান লাগাতার চলবে জানালেন আইসি। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে গত কয়েকদিন থেকেই ময়নাগুড়ি ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি দোমহানী, গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং মাধুর ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন অঞ্চলে বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে ময়নাগুড়ির ব্লক বিভিন্ন এলাকায় এই বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রচুর গাঁজা গাছ নষ্ট করে সেটা আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি বলেন এই কয়েকদিনে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকার গাঁজা গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আজকেও দোমহানী এবং মাধবডাঙ্গা এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ নষ্ট করেছে পুলিশ। তিনি আরো বলেন জেলা পুলিশের নির্দেশে ময়নাগুড়িতে কোন বেআইনি কাজ করতে দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে কেউ যেন এই ধরনের গাঁজা চাষ না করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনি গাঁজা চাষ বা কোন বেআইনি কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে তিনি কেউ বলেন ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এই গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাঁজা চাষের ক্ষেত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ময়নাগুড়িকে কি করে নেশা মুক্ত শহর, এবং বেআইনি যেকোনো কাজকে রুখে একটি সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তারা সবসময় প্রস্তুত।

২০ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার এসটিএফ-এর এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মোট ৪,৩০০টি জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খোশালপাড়া গ্রামের একটি খালি বাড়িতে প্রচুর জাল নোট লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর পেয়েছিল পুলিশ। বুধবার তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কীভাবে এই জাল নোটগুলি সেখানে পৌঁছাল এবং এর পিছনে কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিস্তৃত ফ্লাড লাইটিং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/২৯/২৪-২৫ তারিখঃ ০৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/২৯/২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ ডিআরএম/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ের কম্পাউণ্ড পরিসর এবং সমীপবর্তী এলাকায় বিস্তৃত ফ্লাড লাইটিং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ১,২২,৯১,৬০০.৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১১,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক মাণ্ডলিক বৈদ্যুতিক অভিযন্তা/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৬-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ৩৭-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার জং-এ - এমডিজেডআরটিআই আলিপুরদুয়ার জংশন হোস্টেল - এসএসই/ডব্লিউ-II/আলিপুরদুয়ার জংশন -এর আওতাধীন একটি ব্লকে এজি-৫ এবং এজি-৮ নং. কক্ষগুলিকে ভিআইপি কক্ষে রূপান্তরের সাথে ২টি ডরমিটরি এবং ১টি জিম রুমকে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেমিনার হলে এবং সিবিটি পরীক্ষার হলে রূপান্তর করা। টেন্ডার মূল্য: ৮০,৩৩,৮১৭.৭৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ৩১-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এন-২০২৪-কে-৩০ তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের মেরামত এবং বৃদ্ধির দ্বারা সুরক্ষার বর্ধিতকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৪,৪৪,০৯৫.৯৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০২,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ গবেষণা ইনস্টিটিউট
(একটি সরকার, ভারত সরকার)
প্রশাসন নং ৮০৬৬, বেঙ্গালুরু - ৫৬০ ০৮০
বিজ্ঞাপন নং CPRI/R &D/ EOI/2024
CPRI/01/2025

সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CPRI) একটি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত সমাজ ভারত সরকার-উদ্যোক্তা, স্টার্ট-আপ এবং শিল্প থেকে লাইসেন্সের জন্য আগ্রহের প্রকাশ আমন্ত্রণ জানায় CPRI বিনামূল্যে প্রযুক্তির পেটেন্ট করেছে। বিস্তারিত এবং আবেদনের ফর্ম্যাটের জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি দেখুন (www.cpri.in/en/content/patents)

cbc 34101/12/0013/2425

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice

Tender reference no: 159/SGPII/NIeT/15 th CFC(Tied)/24-25 Date: 23/12/2024. Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of Stromwater drainage within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Details are available in: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-hankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 07/15th FC Untied/SGP-1/2024-25 dt: 08/01/2025(Fund-15th Fc Un tied). Last Date of Bid Submission: 17/01/2025, 14:00 Hrs. Date of Opening: 20/01/2025, 10:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 25/EO/JLD-II, Dated: 09/01/2025
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-6(e)/EO/JLD-II/2024-25 dt.09.01.2025, for 4 nos. scheme (Tender ID : 2025_ZPHD_797697_1 & 2025_ZPHD_797697_4), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 17.01.2025 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্টঃ- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬
ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

Nit - 22/24-25 (Jau/024) dated 07.01.2025.

বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৭.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-২০৩-২৪-২৫। কাজের নামঃ অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/নৈহাটিতে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ১,২৫,৭৬,৭৮১.৬৪ টাকা। ইএমডি: ২,১২,৯০০ টাকা। ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-২০৪-২৪-২৫। কাজের নামঃ অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/কাঁচরাপাড়ায় সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ৯৪,৭৪৯,১৩৭.০৮ টাকা। ইএমডি: ১,৮৯,০০০ টাকা। ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-২২৮-২৪-২৫। কাজের নামঃ বজবজ - সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহের অধীনে বজবজে নতুন গুডস কার্যালয়, মার্চেন্ট রুম, ড্রেনেজ প্রণালী নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত আলোকিতকরণ। টেন্ডার মূল্যমান: ৪,৫৮,৪৩,৮২২.৪০ টাকা। ইএমডি: ৩,৭৯,২০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ১২ মাস প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ৩১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ৩১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-314/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-১৮৭-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০৮.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন: কেস নং : ও-এসি-টি-১৮৭-২৪-২৫, কাজের নাম : সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এ.এস. কর্ড লাইনে কেওএক্স-এসইউআরআই-এর মধ্যে কিমি ৪৭/৫-৭-তে এলসি নং ১৮/সি/ই বন্ধ করার পরিপ্রেক্ষিতে এলসি নং ১৮/সি/ই থেকে সংলগ্ন এলএইচএস ১৯ পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য ওপেন টেন্ডার । টেন্ডার মূল্য : ১,৩৯,৬৯,৪৮৬.২০ টাকা। বায়নামূল্য : ২,১৮,৪০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ : ৯ মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps. gov.in-তে দেখা যাবে।

(ASN-296/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-223/JGP/NIT/15th CFC/2024-25 Dt. 09.01.2025 from prospective bidders from 09/01/2025, 18.00 IST. For details visit www.wbtenders.gov.in.

Sd/-Prodhan
Jahannagarh G.P.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বাতিল

সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার-১, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ওপেন ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-অল্ট -বিডব্লুএনআরআরআই-২৪-২৫, তারিখ ১৯.১২.২০২৪, খোলার তারিখ ১৩.০১.২০২৫। কিছু কারিগরী কারণে উপরোক্ত টেন্ডারটিকে বাতিল করা হল।

(HWH-537/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

NIT-14/2024-25 2025_ZPHD_796437_1, 2, 3, 4 Dated- 08/01/2025 & NIT- 15/2024-25, 2025_ZPHD_796736_1, 2, 3, 4 Dated-09/01/2025 Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application 16/01/2025 up to 10.00 am. Date of Opening 18/01/2025. Other details will be available from the www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

INVITE FOR SEALED QUOTATIONS

Bibhuti Co-Operative Housing Socity Ltd invites sealed quotation from qualified contractors for the construction of a propsed G+IV storied residential building at Premises No- 19-0039, plot No- AC 232, New Town (AA-1), Kolkata -700156. Quotation to be submitted within 21 days of publication of this advt. through emaill (Files should be password-protected) to dindaarpan@gmail.com or by speed post/hand at the address C/o- Anurapg Maity, AC-92 Newtown, Kolkata, PIN- 700156. Bibhuti Co-Operative Socity Ltd, reserves the right to reject any or all offers without providing reasons.

Sd/
Secretary
Bibhuti Co-Operative Housing Socity Ltd

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice

Tender reference no: 160/SGPII/NIeT/5 th SFC(Tied)/24-25 Date: 23/12/2024. Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of Construction of Cover drain from H/o Rafik Sha to Jamal Sha within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Details are available in: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
Notice Inviting e-Tender No. 67/15th F.C. TIED/EO/PANCHLA/2024-2025

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of Cosnstruction of Concrete Drain at 2(Two) different places. Last date of submission of Bid 15/01/2025 at 17.00 Hrs. Date of opening of Bid 17/01/2025 at 15.00 Hrs. For details visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/050/20/2024-2025/BUSTEE/(3rd Call)

Name of the Work: **Uttaran signage at entry point of S. B. Dey Street, Gomes Lane and other Bustee Br.-V Location in Ward No. 50.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,91,460.14.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 at 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **27.01.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/IX/082/090/2024-2025/D

Name of the Work: **Arrangement to carry out flower show from 20th January to 23rd January at Chetla Park in Ward No. 82 under Jurisdiction of Br.-IX.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Item Rate.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **18.01.2025 at 12 noon.** Tender will be opened on: **20.01.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites quotation online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/BX/FLO_SHOW/24-25 (2nd Call)

Name of the Work: **Arrangement for Holding Flower Show (2024-2025) at Br.-X by KMC.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Quotation Invited.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **4 days.**

(2) NIT No.: EEC/BX/093/028/2024-2025

Name of the Work: **Restoration of asphaltum and IPS road disturbed by W/S Department near Premises No. 6/1B, 8, 12, 15, 19, 1/P, 1/1/1 etc. Jodhpur Park in Ward No. 93, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,74,811.63.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **120 days.**

(3) NIT No.: EEC/BX/093/032/2024-2025

Name of the Work: **Restoration of IPS road disturbed by W/S Department near Premises No. 52 Gobindapur Road (Slum) in Ward No. 93, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,47,615.70.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: X/096/028/2024-2025/R

Name of the Work: **Restoration of Asplaltum Road. concrete passage disturbed by W/S Department near Premises No. 4/12A, 11/20 Bijoygarh, C/43/1 Bapuji Nagar in Ward No. 96, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,58,736.84.** Earnest Money: **Rs. 9,300.00.** Period of Completion: **45 days.**

(5) NIT No.: X/096/032/2024-2025/R

Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road near Premises No. 2/35, 1/37/1 Bijoygarh, 17H East Road in Ward No. 96, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,69,793.42.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(6) NIT No.: X/096/038/2024-2025/BUSTEE

Name of the Work: **Construction of sanitary latrines near Premises No. 1/38/5/1 Bijoygarh (Colony Area) etc. in Ward No. 96, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,13,102.29.** Earnest Money: **Rs. 2,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No.: X/096/040/2024-2025/R

Name of the Work: **Extention of infrastructure for Public Library of Bapuji Nagar Granthagar in Ward No. 96, Br.-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,849.07.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Time of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2025 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 7].** Date and time of opening of bid: **22.01.2025 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 7].** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7].**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works.

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/063/24-25/R/BUSTEE

Name of the Work: **Improvement of road by providing Kerb & Channel with Hot Mix from 35H, Middle Road to Charak Avenue Bustee and surrounding area in Ward No. 104.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,571.63.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.01.2025** up to **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025** from **5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/XI/111/056/2024-2025/R

Name of the Work: **Renovation of existing Michael Madhusudan Udyan at Bidhanpally in Ward No. 111, Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,79,838.99.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2025** up to **12 noon.** Date and time of opening of bid: **22.01.2025** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2025** from **5 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work.

NIT No. : KMC/XV/137/031/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of surface drain providing slab with allied works at Ansar Molla Garage near Premises No. R-159, 50/5, R-50/2, R-148/2 etc. in Ward No. 137, Br.-XV under slum area.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,58,761.32.** Earnest Money: **Rs. 7,200.00.** Period of Completion: **90 days.** Date of uploading of NIT & other documents (online): **11.01.2025** at **12 noon.** Documents download/sell start date and time (online): **11.01.2025** at **4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online): **22.01.2025** at **4 p.m.** Bid submission start date and time (online): **11.01.2025** at **4 p.m.** Bid submission closing date and time (online): **22.01.2025** at **4 p.m.** Bid opening date and time for Technical proposals (online): **24.01.2025** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: XVI/125/075/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Maintenance of C.C. road at Anandanagar Slum Area near Premises No. F-23/1 and others in Ward No. 125.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,83,125.94.** Earnest money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.01.2025 at 12 noon.** The tender will be opened on: **20.01.2025 at 12 noon.**

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/031/24-25/PARK

Name of the Work: **Plantation of trees at different places of Ward No. 143.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,360.56.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/037/24-25

Name of the Work: **Desilting of surface drain at A. J. C. Bose Road, Borobagan Road and M. G. Road Bye Lane near Premises No. 28, 150 and 7A in Ward No. 124.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,977.93.** Earnest money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/039/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Construction of U.G. sewer at Vidyasagar Pally Slum Area, near Premises No. B49 and A/24 in Ward No. 124.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,90,382.30.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/078/24-25

Name of the Work: **Desilting of open surface drain at Netaji Nagar, Jaigir Ghat Road and etc. in Ward No. 125.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,91,335.41.** Eearnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2025 at 12 noon [For Sl. No. 2 to 5].** The tender will be opened on: **22.01.2025 at 12 noon [For Sl. No. 2 to 5].** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2025 (5 p.m.).**

(6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/058/24-25/BUSTEE

Name of the Work: **Desilting of surface drain at Chak Ramnagar (Slum Area) near Rupali Sangha Club in Ward No. 142.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,994.15.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **22.01.2025 at 12 noon.** The tender will be opened on: **24.01.2025 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 6].**

1198/24-25

অনুশীলনে চোট থাপার, বিকল্প পরিকল্পনা মোলিনার

৯ জানুয়ারি - গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রি পেত্রাতোসরা ফিরে আসায় খুশির আবহ ছিল মোহনবাগান অনুশীলনে। কিন্তু গত বুধবার সকালে খুব বেশিক্ষণ সেই খুশির আবহ থাকল না। হঠাই সিচুয়েশন অনুশীলনের সময় ডান পায়ে চোট পেয়ে বসলেন অনিরুদ্ধ থাপা। চোটের জন্য আর অনুশীলনই করতে পারলেন না তিনি। শুধু তাই নয়, অনুশীলন শেষে অনিরুদ্ধ যখন স্টেডিয়াম ছাড়লেন তখন দেখা গেল ভালোভাবে হাঁটতে ফেলতে বা মুড়তে না। শনিবার ডার্বি, তার বাহাত্তর ঘণ্টা আগে থাপার এই চোট চিন্তায় ফেলে দিল মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনাকে। জানা গিয়েছে ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে, অনিরুদ্ধের চোটের অবস্থা চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে বোঝা যাবে না। গত ম্যাচে প্রথম একাদশেই ছিলেন থাপা। এদিনও অনুশীলনে থাপাকে মাঝমাঠে রেখেই দল সাজিয়েছিলেন মোলিনা। স্বাভাবিকভাবেই ডার্বির আগে তাঁর এই চোট মোলিনাকে নতুনভাবে ভাবাবে। এদিন অনুশীলন শেষে স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় আলবার্তো রডরিগেজ জানিয়ে গেলেন, প্রতিপক্ষ নিয়ে চিন্তা করতে চান না তাঁরা। আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষেই রয়েছে মোহনবাগান।

গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রি পেত্রাতোসের মতো মাঝমাঠের ফুটবলাররা সুস্থ হওয়ায় দলের শক্তি বে।ছে অনেকটাই। তার উপর প্রথম একাদশে ফেরার সম্ভাবনা বাড়ছে মনবীর সিংয়েরও। আগের ম্যাচে তিনি রিজার্ভে ছিলেন। তার কারণ, বিয়ে করার জন্য তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের ঠিক আগে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে রাখেননি মোলিনা। এই মুহূর্তে মোহনবাগানের আত্মবিশ্বাস দারুণ জায়গায় রয়েছে। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষেই রয়েছেন জেমি ম্যাকলারেনরা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে এখন পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান থাকলেও ডার্বি জিতলে এই ব্যবধান আরও বা।য়ে নেওয়া যাবে। এবার আইএসএলে দারুণ ছন্দে রয়েছেন লিস্টন কোলাসোরা। স্বাভাবিকভাবে ডার্বির আশায় বুক বাঁধছেন মোহনবাগান সমর্থকরা।

বিদেশি সার্জেনের সঙ্গে আলোচনা বুমরাহ-র

৯ জানুয়ারি ঃ এবার বিদেশি সার্জেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন জশপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকেই পিঠের চোটে কাবু তারকা পেসার। আগামী মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তিনি খেলতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত সার্জেন রোয়ান শাউটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তারকা পেসার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের দাবি, দিনকয়েক আগেই বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বুমরাহ। গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে বিসিসিআইকেও। সূত্রের খবর, বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে বিশেষ শর্ত দিয়েছেন রোয়ান। তাঁর মতে, তারকা পেসার যদি বল করার পরে পিঠে ব্যথা অনুভব না করেন, তাহলে মেগা টুর্নামেন্টে নামতে পারবেন বুমরাহ। জাতীয় দলের নির্বাচক এবং বিসিসিআই কর্তাদেরও জানানো হয়েছে পুরো বিষয়টি। আগামী দিনে কীভাবে বুমরাহর চিকিসা হচ্ছে, সেদিকেও নজর রাখছে বোর্ড।

ইন্দোনেশিয়ার নতুন কোচ ডাচ কিংবদন্তি ক্লাইভার্ট

জাকার্তা, ৯ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ শিন তাই অংকে ছাঁটাই করার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ইন্দোনেশিয়া ফুটবল দলের নতুন কোচের নাম। গুঞ্জনই সত্যি হল। নেদারল্যান্ডস এবং আয়াক্স ও বার্সেলোনা কিংবদন্তি প্যাটট্রিক ক্লাইভার্টকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ করল ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএসএসআই)। বুধবার পিএসএসআই এক বিবৃতিতে একথা জানায়ড ডাচ ফুটবলের এই কিংবদন্তির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার চুক্তি হয়েছে ২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত।নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের হয়ে ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ৭৯ ম্যাচ খেলে করেছেন ৪০ গোল, জাতীয় দলের ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। খেলোয়া। জীবন শেষে ডাচ ক্লাব আলকমারের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের তখনকার কোচ লুই ফন হালের সহকারী ছিলেন। পরে ক্যামেরুন জাতীয় দলের সহকারী কোচও হন। এর বাইরে পিএসজির ক্রী।া পরিচালক এবং বার্সেলোনা একাডেমির কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনা

জেদ্দা, ৯ জানুয়ারি ঃ সৌদি আরবের জেদ্দায. বুধবার রাতে প্রথম সেমি-ফাইনালে ২-০ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। দুই অর্ধে একটি করে গোল করেছে তারা। টানা তৃতীয়বারের মতো স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠল বার্সেলোনা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে থেকে পেড্রির পাস থেকে প্রথম জালে বল পাঠান গাভি। বার্সেলোনা ব্যবধান দ্বিগুণ করে ৫২ মিনিটে। গাভির পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইয়ামাল। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার রিয়াল মাদ্রিদ ও মায়োর্কার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী রবিবার শিরোপা লড়াইয়ে নামবে প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

কোস্টারিকার কোচ হিসেবে নিয়োগ মেক্সিকো মিগুয়েল হেরেরা

কোস্টারিকা, ৯ জানুয়ারি ঃ মেক্সিকোর প্রাক্তন কোচ মিগুয়েল হেরেরাকে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে কোস্টারিকার প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে , দেশটির ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী হেরেরা, একজন প্রাক্তন ডিফেন্ডার যিনি মেক্সিকোকে ২০১৪ বিশ্বকাপে শেষ ১৬-য় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২০১৫ সালে কনকাকাফ গোল্ড কাপ শিরোপা জিতেছিলেন। ক্লাউদিও ভিভাস, যিনি কোস্টারিকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কনকাকাফ নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দেশটির বিদায়ের পরে নভেম্বরে বরখাস্ত করা হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দ্বিতীয়.রাউন্ডে বি গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে কোস্টারিকা। তারা জুনে বাহামাস এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মুখোমুখি হবে যখন তারা টানা চতুর্থ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার জন্য বিড করবে।

মাইকেল ভনের ছেলে আর্চি ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নেতৃত্ব দেবেন

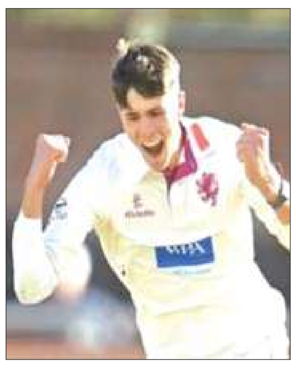

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি ঃ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনাযক মাইকেল ভনের ছেলে সমারসেট অলরাউন্ডার আর্চি ভনকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনাযক মনোনীত করা হয়েছে। সফরে ৩ টি যুব একদিনের আন্তর্জাতিক এবং দুটি যুব টেস্ট অন্তর্ভুক্ত হবে, যা ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। ১৯ বছর বয়সী, যিনি গত বছরের মে মাসে সমারসেটের সাথে প্রথম পেশাদার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অধিনায়কত্ব নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ভন বলেন, ক্রিসমাসের আগে প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় আমি জানতে পেরেছিলাম, এবং এটি একটি খুব বিশেষ মুহূর্ত ছিল। এই স্তরে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা ইতিমধ্যেই বিশেষ কিছু, কিন্তু দলকে নেতৃত্ব দেওয়া অন্য জিনিস।

রোহিতের পর ভারত অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে কে?

৯ জানুয়ারি ঃ কে হবেন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক। তাই নিয়ে চলছে জল্পনা। এই লড়াইয়ে একাধিক তারকা রয়েছেন। কিন্তু সুনীল গাভাসকরের মনে কোনও সংশয় নেই। তিনি সোজা বলে দিচ্ছেন, রোহিতের পর ভারতের নেতা হওয়ার দৌড়ে সবার চেয়ে এগিয়ে জশপ্রীত বুমরাহই। অধিনায়ক বদল করতে হলে ব্যাটন ওঠা উচিত বুমরাহর হাতেই। খারাপ ফর্মের জন্য বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন রোহিত শর্মা। তাতে অনেকের মনেই ধারণা তৈরি হয়েছিল, রোহিত হয়তো লাল বলের ক্রিকেটকে এবার চিরতরে বিদায় জানাবেন। কিন্তু ভারত অধিনায়ক পরে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, অবসর নিচ্ছেন না। খেলা চালিয়ে যেতে চান তিনি। তবে রোহিত যতই খেলা চালিয়ে যেতে চান, আগামী দিনে টেস্টে আদৌ রোহিতকে অধিনায়ক রাখা হবে কিনা, তা বড় প্রশ্ন রয়েছে। এ ছাড়াও প্রশ্ন উঠছে রোহিতকে যদি অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হয়, তাহলে পরবর্তী অধিনায়ক কে হবেন?রোহিতের পরে টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে অন্তত জনা তিনেক রয়েছেন। এক নম্বরে অবশ্যই

বুমরাহ। তিনিই এখন ভারতের সহ-অধিনায়ক। লড়াইয়ে রয়েছেন ঋষভ পন্থ, কে এল রাহুলরা। কোনও কোনও মহল থেকে বিরাট কোহলির নামও ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুনীল গাভাসকর অবশ্য ব্যাট ধরছেন বুমরাহর পক্ষেই। তিনি বলছেন, বুমরাহকেই ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। ও সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেয়। নেতা হওয়ার জন্য যা যা গুণ থাকা দরকার, সবই ওর মধ্যে রয়েছে।বুমরাহর প্রশংসায় গাভাসকর বলছেন, কিছু কিছু অধিনায়ক ক্রিকেটারদের চাপে ফেলতে ভালোবাসে। কিন্তু বুমরাহ সেরকম নয়। ও কাউকে চাপে ফেলতে ভালোবাসে না। ও আশা করে বাকিরা নিজেদের কাজ ঠিকমতো করবে। তাছাড়া পেসারদের সঙ্গে ওঁর দারুন বন্ধুত্ব। মিড-অফ, মিড-অন, যেখানেই ফিল্ড করুক, বুমরাহ সব সময় পরামর্শ দিয়ে যায়। গাভাসকর বুমরাহর পক্ষে জোরাল সওয়াল করছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে বুমরাহ নিজেও দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি দলকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি। তবে তাঁর বিপক্ষে যেটা যাচ্ছে সেটা হল ফিটনেস এবং ওয়ার্কলোড।

শামির দুরন্ত বোলিং সত্ত্বেও বিজয় হাজারে থেকে বিদায় বাংলার

৯ জানুয়ারি ঃ বিজয় হাজারেতে ফের হরিয়ানা কাঁটায় বিদ্ধ বাংলা। আবারও হরিয়ানার কাছে হেরেই বিজয় হাজারে জয়ের স্বপ্ন ভাঙল বঙ্গ ব্রিগেডের। বৃহস্পতিবার বিজয় হাজারের প্রি-কোয়ার্টার থেকে বিদায় নিতে হল মহম্মদ শামিদের। তিন উইকেট পেলেও দলের জয় নিশ্চিত করতে পারলেন না তারকা পেসার। গতবার হরিয়ানার কাছে হেরেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছিল বাংলা টিমের। গতবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে নেমেছিল বাংলা। এবারের প্রি-কোয়ার্টার ম্যাচ খানিকটা বদলার ছিল অভিষেক পো।লেদের কাছে। কিন্তু আবারও হরিয়ানার কাছে হেরেই মাঠ ছা।তে হল বাংলাকে। ৭২ রানের বিরাট ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল হরিয়ানা। এদিন টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। কিন্তু শুরু থেকেই বাংলা বোলিং লাইন আপকে

পালটা মার দেন হরিয়ানার দুই ওপেনার। ৫ ওভারে ৪৮ রানের পার্টনারশিপ গড়েন তাঁরা। সেখান থেকে ৫০ ওভারে ২৯৮ রান তুলে ফেলে হরিয়ানা। এদিন ১০ ওভার পুরোদমে বল করেন শামি। তিন উইকেট তুলে নেন তারকা পেসার। কিন্তু ৬১ রান দিয়ে ফেলেন তিনি। চোট সারিয়ে ফেরা মুকেশ কুমারও এদিন ২ উইকেট নেন। কিন্তু রান তাড়া করতে গিয়ে প্রথম থেকেই মন্থর গতিতে এগোয় বাংলার ইনিংস। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামির সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৭০ রান তোলেন অভিষেক। কিন্তু ততক্ষণে ১৩ ওভার গড়িয়ে গিয়েছে। মিডল অর্ডারেও কেউ সেভাবে রান পাননি। ব্যাট করতে গিয়ে চোট পান সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ের শিকার হয় বাংলা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন অভিষেক। ৩৪ বলে ৩৬ রান করে অনুষ্টুপ মজুমদার। তবে শেষ পর্যন্ত ৪৩.১ ওভারে গুটিয়ে যায় বাংলার ইনিংস। ২২৬ রানে অলআউট হয়ে যান শামিরা।

বিরাট কোহলিকে নিষিদ্ধ করা হোক বলে তোপ প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকার

৯ জানুয়ারি ঃ বিরাট কোহলিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত বল বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রাক্তন

ব্রিটিশ পেসার স্টিভ হার্মিসন। তাঁর মতে, অজি তারকা স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে যেভাবে ঝামেলায় জড়িয়েছেন বিরাট, সেকারণে তাঁকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই কনস্টাস বিবাদে জড়ান তাঁর ' ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে। ওভার শেষে ক্রিজের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিলেন কোহলি। দুই অজি ব্যাটারও আসছিলেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে। দু'জনের কাঁধে ধাক্কাধাক্কি হয়। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়। যদিও উসমান খোয়াজা এবং আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি বেশিদূর এগোয়নি।

তবে ম্যাচ শেষে শাস্তি পেতে হয়েছে বিরাটকে। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট মনে করছেন, বিরাট ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিয়েছেন। ম্যাচ শেষে পাইক্রফট কিং কোহলিকে তলব করেন। মিনিট দশেক কথা হয় দুজনের। সূত্রের খবর, বিরাট নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন। শাস্তি হিসাবে বিরাটকে এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। সঙ্গে তাঁর ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা হিসাবে কাটা হয়। যদিও বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ হওয়ার পরে সৌজন্য দেখা যায় বিরাট-কনস্টাসের মধ্যে। গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন ইংরেজ তারকা মুখ খোলেন একটি পডকাস্টে। তিনি বলেন, মাঠে কোহলি যা করেছে, সেটা পুরোপুরি আইনবিরুদ্ধ। ও যা করেছে, তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। ক্রিকেটার হিসাবে বিরাটকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু মাঠে সমস্তকিছুর একটা সীমা থাকে। সেটা বজায় রাখা উচিত। তবে কনস্টাসকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হার্মিসন। তাঁর মতে, অযথা প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করেন তরুণ তুর্কি। এই ধরনের আচরণ বন্ধ করতে হবে।

জল্পনা ক্রিকেট মহলে

টেস্টের উন্নতি করতে কাউন্টি খেলবেন বিরাট কোহলি

৯ জানুয়ারি ঃ টেস্ট ক্রিকেটে লাগাতার ব্যর্থতা। বছরের পর বছর রানের খরা। একই ভঙ্গিমায় বারবার আউট। সেইসব ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে চলেছেন বিরাট কোহলি। শোনা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামার আগে ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে নামতে পারেন বিরাট। যদিও সেটা আদৌ সম্ভব কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্যর্থতার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন কোহলি। ২০২১ সালের পর গত ৪ বছরে বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেটে অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হয়েছেন ২৩ বার। ২০২০ সালের পর থেকে টেস্টে বিরাটের গড় ৩০-এর নিচে। বিদেশের মাটিতে অবস্থা আরও খারাপ। ওই পাঁচ বছরে বিরাটের প্রায় সমান রান করেছেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। ২০২৪ সালে প্রথম ইনিংসে বিরাটের গড় নেমে গিয়েছে এক সংখ্যায়। কিন্তু এত ব্যর্থতার পরও ক্রিকেট ছাড়তে চান না বিরাট। কামব্যাকের রাস্তা খুঁজছেন তিনি। জানা গিয়েছে, আইপিএলের পর ইংলিশ কাউন্টিতে খেলতে পারেন বিরাট। ২০১২ সালের পর রনজি ট্রফিতে খেলেননি কোহলি। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সেভাবে তাঁকে দেখাই যায় না। তবে এবার নাকি তিনি ইংলিশ কাউন্টিতে নামতে দেখা যাবে বিরাটকে। যদিও এই জল্পনায় আদৌ সত্যতা আছে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, আইপিএলের সঙ্গে কাউন্টি ক্রিকেটও সমান্তরালভাবে চলবে। বিরাটকে যদি কাউন্টিতে কোনও ম্যাচ খেলতে হয় তাহলে তাঁর আইপিএলের প্লে-অফে খেলা হবে না। অর্থাৎ বিরাটের দল আরসিবি যদি আইপিএলের নকআউটে খেলার সুযোগ পায়, তাহলে তাঁর কাউন্টিতে খেলা হবে না। যদি না তিনি কাউন্টিতে খেলার জন্য আইপিএলের নক আউটে না খেলেন। এমনিতে আইপিএলের যা সূচি তাতে মেগা টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার দুসপ্তাহ পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেটাররা টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির জন্য মাত্র ২ সপ্তাহ সুযোগ পাবেন। ফলে মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে সকলেরই।

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা

সিডনি, ৯ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে। নিয়মিত অধিনাযক প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। পিতৃত্বকালীন ছুটির কারণে কামিন্স এই সফরে অনুপস্থিত থাকবেন। অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট এবং একটি একদিনের আন্তর্জাতিক খেলবে। ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টটি ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। তারপরে ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে একদিনের ম্যাচ । শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলঃ স্টিভ স্মিথ (অধিনাযক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স কেরি, কুপার কনোলি, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, উসমান খাজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাট কুহনিম্যান, মারনাস লাবুশ্যাগনে, নাথান লিয়ন, নাথান ম্যাকসুইনি, টড মারফি, মিচেল স্টার্ক, বেউয়ান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতদের প্রস্তুতিতে বিশেষ পদক্ষেপ

৯ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পরে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাচ্ছে ভারত। আগামী মাসেই শুরু হবে মেগা টুর্নামেন্ট। তার আগে মরুশহরেই প্রস্তুতি নেবেন রোহিত শর্মারা। টুর্নামেন্টে নামার আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে মেন ইন ব্লু। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথমে হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়নি পাকিস্তান। তবে শেষ পর্যন্ত ভারতের চাপের মুখে হার মানে পাক বোর্ড। জানানো হয়, দুবাইয়ে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে ভারত। গ্রুপ এ-তে রয়েছে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড। ভারত-পাক মহারণ ২৩ ফেব্রুয়ারি। গ্রুপ পর্বে ভারতের সব ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তবে শুধু গ্রুপ পর্বের ম্যাচ নয়।

তারকা ডিফেন্ডা আনোয়ারের চোট নিয়ে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল

৯ জানুয়ারি ঃ সোমবারই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো জানিয়েছিলেন, দ্রুত কলকাতায় চলে আসবেন সল ক্রেসপো। দলের সঙ্গে যুবভারতীতে অনুশীলনে নেমে পড়লেন তিনি। অবশ্য শুরুতে সতীর্থদের সঙ্গে ফিটনেস ট্রেনিং করার পর বাকি সময়টা সাইড লাইনেই কাটালেন ক্রেসপো। তবে তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই লাল-হলুদ জনতার। কারণ অস্কার আগেই বলে দিয়েছেন, স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের ম্যাচ ফিট হয়ে উঠতে আরও একটা মাস লাগবে। আপাতত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মনে প্রশ্ন অন্য। আনোয়ার আলি কি ডার্বি খেলবেন?

শনিবার গুয়াহাটিতে আইএসএলের ফিরতি ডার্বিতে মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। বুধবার দুপুরেই ভেন্যুর নাম চূড়ান্ত করেছে আয়োজক সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। ফলে বড় ম্যাচ নিয়ে যা টানাপোড়েন ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে একধাক্কায়। এখন দুই শিবিরই রয়েছে ডার্বি আবহে। আর সেই আবহেই চিন্তা চলছে আনোয়ারের ফিটনেস নিয়ে। সোমবার ঘরের মাঠে মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের একেবারে শেষদিকে চোট নিয়ে মাঠ থেকে উঠে যান জাতীয় দলের এই তারকা ডিফেন্ডার। পরে দেখা যায় হুইলচেয়ারে করে এসে পৃথক গা।িতে স্টেডিয়াম ছা।ছেন আনোয়ার। তিনি গাড়িতেও ওঠেন অন্যদের কাঁধে ভর দিয়ে। সেসময় অস্কার জানিয়েছিলেন, চোট কতটা তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি আশা করছেন, দু'একদিন বিশ্রাম নিলেই আনোয়ার ঠিক হয়ে যাবেন।

মুম্বই ম্যাচের পর এদিনই ফের অনুশীলনে নামল ইস্টবেঙ্গল। আর এদিন অনুশীলনের ছবি একেবারেই স্বস্তি দেবে না লাল-হলুদ জনতাকে। কারণ অনুশীলনে এলেও মাঠে নামেননি আনোয়ার। গাড়ি থেকে নেমে ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঢোকার সময় দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেও পারছেন না তিনি। কিছুক্ষণ পরই যুবভারতী ছেড়ে চলে যান আনোয়ার। ইস্টবেঙ্গলের তরফে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে, শনিবারের ডার্বির আগে তিনি ফিট হয়ে যাবেন। তবে একান্তই যদি আনোয়ার না খেলেন, দল সাজানোর ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে ইস্টবেঙ্গল। কারণ যাঁর বদলি হিসাবে মুম্বই ম্যাচে তিনি মাঝমাঠে খেলেছেন, সেই সৌভিক চক্রবর্তীও এদিন দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেননি। ফিজিক্যাল ড্রিলের পর মহম্মদ রাকিপ, ক্রেসপোদের সঙ্গে সাইডলাইনেই ছিলেন এই বঙ্গ মিডফিল্ডার। অবশ্য অনুশীলন শেষে সৌভিক জানিয়েছেন যে, তিনি ডার্বি খেলার জন্য তৈরি। এদিন অনুশীলনে দীর্ঘক্ষণ সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করতে দেখা যায় নন্দকুমার, ক্লেটন সিলভাদের। পাশাপাশি ট্রেনিং গ্রাউন্ডের পাঁচতারা হোটেল, যেখানে মোহনবাগানের কোচ-ফুটবলাররা থাকেন, তার জানলা দিয়ে কেউ অনুশীলনে নজর রাখছেন কি না, সেদিকেও নজর ছিল লাল-হলুদের। তবে মোহনবাগান নয়, আপাতত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উকণ্ঠা বাড়ছে আনোয়ারকে নিয়ে এটা বলা যেতেই পারে। কারণ ডার্বিতে সবুজ-মেরুনের দুরন্ত আক্রমণ ঠেকাতে আনয়ারই যে লাল-হলুদের বাড়তি ভরসা, তা নতুন করে কি বলা যেতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com